কাজিরাঙ্গার
জঙ্গলে

# ভূমিকা

ভারতবর্ষের বৃহত্তম জন্তু জানোয়ারের মধ্যে হাতীর পরেই গণ্ডারের স্থান। পুরু চামড়া, মজবুত দেহ আর মোটা মোটা শক্ত পা ওয়ালা জানোয়ারটি দেখতে কুৎসিত। নাকের ওপর এক খাঁড়া। এটা কিন্তু আসলে শিং বা হাড় জাতীয় কিছু নয়। কয়েক গুচ্ছ চুল জমতে জমতে এক প্রকার শক্ত বস্তুতে পরিণত হয়েছে। খাঁড়াটা সোজা চামড়া থেকেই গজিয়ে ওঠে। কোন রকমে একবার ভেঙ্গে গেলেও আবার ঐ জায়গাতেই নতুন খাঁড়া গজায়। কিছু লোকের বিশ্বাস গণ্ডারের খাঁড়ায় নানারকমের ঔষধিগুণ আছে। কাজেই এর দারুণ চাহিদা। আর এই কারণেই খাঁড়া অসম্ভব দামে বিক্রী হয়।

গণ্ডার শাকাহারী। খোলা মাঠে ঘন্টার পর ঘন্টা চরে বেড়ায়। আবার কখনো অগভীর পুকুর বা হ্রদের জলে ডুবে থাকে। গণ্ডার সচরাচর কোন জন্তু জানোয়ারকে আক্রমণ করে না। আর জন্তু জানোয়ারেরাও এই বিপুলাকায় আসুরিক শক্তি সম্পন্ন জানোয়ার-টিকে এড়িয়ে চলে। এমনকি বাঘ বা চিতাও গণ্ডারের কাছে বিশেষ

ঘেঁসে না। মোট কথা গণ্ডারও কাউকে জ্বালাতন করতে যায় না আর একেও কেউ ঘাঁটাতে আসে না। তা সত্বেও গণ্ডারের একটা শত্রু তো আছেই। সে হোল—মানুষ।

মানুষ যে শুধুই খাদ্যের জন্য শিকার করে তা মোটেই নয়—এর পেছনে আনন্দ আর দু'পয়সা লাভের মতলব আছে। নির্বিচারে পশু নিধন করার ফলে কিছু কিছু জন্তু জানোয়ারের বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আর কিছু কিছু লুপ্ত হ'তে বসেছে। প্রতিকার স্বরূপ বন্য-প্রাণী সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিরাট বিরাট জঙ্গল সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামের বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণে কাজিরাঙ্গা-বন্য-পশু-পক্ষী সংরক্ষণ এলাকাটি অন্যতম। গণ্ডার, হাতী, বাঘ, চিতা, হরিণ এবং নানারকমের বন্য জন্তু জানোয়ার এখানে আছে।

বন বিভাগের অধিকর্তাদের সব রকম সতর্কতা সত্বেও এমন এক দল লোক আছে যারা টাকার লোভে সকল নিয়ম কানুন ভঙ্গ করে বন্য জন্তু জানোয়ার ধরে বা মারে। এদের বলা হয়—পোচার।

# কাজিরাঙ্গার জঙ্গলে

অরূপ কুমার দত্ত
চিত্রকার : জগদীশ জোশী

# পোচার

পশুর আর্তনাদে রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল—প্রাণপণ শক্তিতে ফাঁদ থেকে বেরুবার চেষ্টা করছে।

ফাঁদ পেতে রেখে লোকগুলো কাছেই বিলের ধারে একটা চালা-ঘরে লুকিয়ে ছিল। আর্তনাদের শব্দ কানে এল। দলপতি বাইরে বেরিয়ে দেখলে—ঠিক জন্তু পড়েছে কিনা! ক্রূর হেসে সাকরেদ-দের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর বললে, "পড়েছে! সেই গণ্ডারটাই পড়েছে!"

আসামের কাজিরাঙ্গার বন্য পশু-পক্ষী সংরক্ষণ এলাকার এরা একদল পোচার। গুন্‌তিতে ছ'জন—সবাই বেশ শক্ত-সামর্থ।

গণ্ডারের চালচলন সব এদের জানা। গণ্ডার সব সময় একই রাস্তা ধরে আসা যাওয়া করে এবং একই জায়গাতেই মলত্যাগ করে।

দিনকয়েক ধরে পোচাররা একটা গণ্ডারের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। ক্রমে তার চলাফেরার রাস্তা সম্বন্ধে সঠিক জানতে পারলো। তারপর গণ্ডারের বিষ্ঠাগাদার কাছেই একটা বিরাট গর্ত খুঁড়লে। কঞ্চি, মাটী আর ঘাস দিয়ে গর্তটা ঢেকে দিলে। এবার ওরা ঠিক উচিত মত দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের জন্যে একটা চালা-ঘর বানিয়ে, পশু ফাঁদে পড়ার অপেক্ষায় বসে রইল।

কাতর কোঁৎ কোঁতানি আর বিকট গর্জন ওদের বুঝিয়ে দিলে—

এবার অপেক্ষার সমাপ্তি। ক্ষিপ্র পদক্ষেপে আওয়াজ লক্ষ্য করে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে চুপিসারে এগোতে লাগল। গর্তের কাছাকাছি আসতেই গোঙানির শব্দ আরো স্পষ্টতর হোল।

দলপতির হুকুম মত সবাই কাজ করে চলেছে। একজন পোচারের হাতে কতকগুলো মশাল ছিল। কেরোসিন তেলে ভেজান ছেঁড়া ন্যাকড়া ফাঁপা বাঁশের মধ্যে ভরে মশালগুলো বানানো হয়েছে। সে মশালগুলো গর্তর চারধারে মাটীতে পুঁতে জ্বালিয়ে দিল। এই আলো হয়তো বনবিভাগের পাহারাদারদের নজরেও পড়তে পারে। কিন্তু এই ঝুঁকি ওদের নিতেই হবে।

আবছা আলোয় ফাঁদের গণ্ডারটাকে কেমন যেন বিরাট মত দেখাচ্ছিল। মাথা দিয়ে গর্তর দেওয়ালে বারে বারে গুঁতিয়ে চলেছে। ভীত, অসহায় জন্তুটার ব্যর্থ প্রয়াস দেখে পোচাররা হাসছে।

কে কি করবে তা ওদের জানা। শক্ত দড়ির ফাঁস বানিয়ে গণ্ডারটার নাকে, গলায়, পায়ে পরাতে লাগল। সমস্ত শক্তি দিয়ে গণ্ডারটা লড়াই করে চলেছে। পোচাররা রীতিমত দক্ষ। দেখতে দেখতে পশুটার সারা গায়ে দড়ির ফাঁস্ পরিয়ে ফেললে। মাটীতে শক্ত করে পোঁতা লোহার খুঁটিতে দড়িগুলো কষে বেঁধে দিলে।

দলপতি এবার কাজে নামল। দা হাতে গর্তে নেমে পড়ল। গণ্ডারটা বুঝতে পারলেও এখন সে অসহায়। লোকটা গণ্ডারের পিঠে চেপে বসল। খাঁড়াটা নেবার জন্য নাকের ওপর দা চালাতে লাগল।

গণ্ডারটা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে। নাক থেকে ফোয়ারার মত রক্ত ঝরে পড়ছে। লোকটা কিন্তু দা চালিয়েই চলেছে। কিছুক্ষণ পর থামল। রক্ত মাংসে ঢাকা খাঁড়াটা তুলে নিলে। উঁচু করে তুলে ধরে সাকরেদদের দেখাল। তারপর উঠে এল। হাত দু'খানি রক্তাক্ত। মুখে কিন্তু ওর বিজয়ীর নিষ্ঠুর হাসি।

গণ্ডারটা পড়ে রইল গর্তের মধ্যে। তিলে তিলে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে! সকালের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি নেমে এসে শবদেহটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে!

## আবিষ্কার

একটা মাদী হাতীর পিঠে চড়ে ধানাই, বুবুল আর জোন্টি কাজিরাঙ্গার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লম্বা লম্বা বুনোঘাস আর ছোট ছোট গাছ গাছড়া চলার পথটা ঢেকে দিয়েছে। বড় বড় পাতাওয়ালা লম্বা গাছগুলো দৃশ্যের একঘেয়েমির বাইরে দাঁড়িয়ে।

এই তিনজনের মধ্যে চোদ্দ বছরের ধানাই-ই সব চেয়ে বড়। ওর বাবা কাজিরাঙ্গা ট্যুরিষ্ট ডিপার্টমেণ্টের মাহুত। গাঁয়ের বাড়ীতে ওদের তিনটে হাতী ছিল। মাখনী তাদেরই একটা। ধানাই-ই ওর দেখাশোনা করে—স্নান করায়, খাওয়ায়, গল্প করে আর নানা-রকম কলা কৌশল শেখায়। দু'জনের মধ্যে একটা দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

বুবুল আর জোন্টি যমজ ভাই। বছর তের বয়স, গাঁয়ের মোড়লের ছেলে। দু'জনকে এক্কেবারে একরকম দেখতে। চেনা-জানা লোকেরাই বলতে পারত, কে কোন্‌জন। বুবুল ল্যাটা। জোন্টি কিন্তু ডানহাতেই কাজ কর্ম করে।

তিনজনের ভীষণ ভাব। গাঁয়ের স্কুলে একই ক্লাশে পড়ে। এখন গরমের ছুটী। তিনজনে মিলে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অ্যাডভেঞ্চার খুঁজছে।

এই এলাকাটা ওদের নখ দর্পনে। আজই সকালে ওরা ঠিক

করেছে, স্যাংচুয়ারী ছাড়িয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ অবধি যাবে।

স্যাংচুয়ারী সাধারণত কলরবে মুখর। পাখীর কিচির মিচির, ফড়িং-এর গুঞ্জন আর কখনোসখনো গণ্ডারের ডাকও কানে আসে। আজ সকালে কিন্তু চারিদিকে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে। হরিণের দল থমকে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। আবহাওয়া হঠাৎ গুমোট গরম হয়ে উঠল। পশ্চিমাকাশে ঘন কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে।

—"ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে," বুবুল বললে।

"হ্যাঁ, দারুণ ঝড় উঠবে," জোণ্টি সায় দিলে।

ধানাই মাখনীকে থামিয়ে চারিদিক দেখতে লাগল। "বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, বাজও পড়বে। ফিরে যাওয়াই ভাল।" "কখ্‌খনো না," যমজ ভাই দু'টি প্রতিবাদ জানাল। "বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে কি ভালোই না লাগে! তাছাড়া, আমাদের তো আজ এমনিতেই নদীতে সাঁতার কাটতে যাবার কথা ছিল।" "আমি আমার জন্যে ভাব্‌ছি না।" ধানাই বলতে লাগল, "মাখনীর জন্যেই ভাবনা। তোরা তো জানিস্‌ই, মাখনী ঝড়ে কি রকম ভয় পায়। শুধু বিষ্টি হ'লে কুছ্‌ পরোয়া নেই। কিন্তু ঐ বিদ্যুৎ—ঐ জিনিষটিতেই ভীষণ ভয় বেচারীর।"

কাজেই ওরা ফিরে চলল। ফেরার সময় অন্য দিক দিয়ে সর্ট-কাট রাস্তা নিলে।

"দেখ্‌, দেখ্‌!" বাঁদিকে আঙুল উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জোণ্টি।

প্রায় একশ গজ দূরে, ডজন খানেক শকুনি মাঠে বসে রয়েছে।
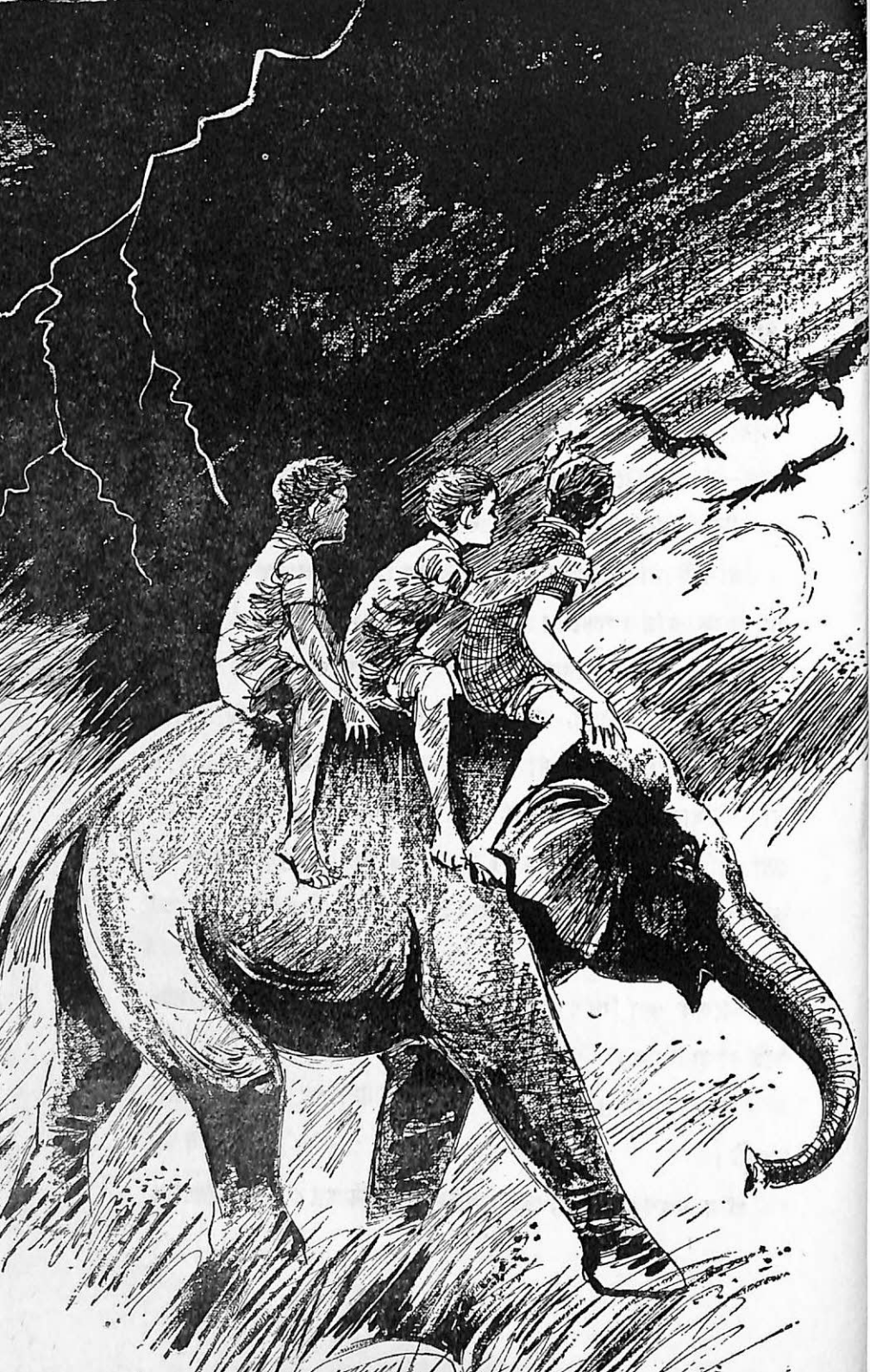
আরো অনেক অনেকগুলো মাথার ওপর উড়ছে। এবার যেন নামবে।

"ওখানে নিশ্চয় কোন মরা জন্তু জানোয়ার রয়েছে," বুবুল গম্ভীরভাবে বললে।

"চল্, দেখি!" এই বলে ধানাই মাখনীকে শকুনিদলের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। ওরা পৌঁছতেই ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে বিরক্তি প্রকাশ করে শকুনির দল উড়ে গেল।

মাখনী গর্তর কাছে এসে পৌঁছল। রক্তাক্ত ছিন্ন ভিন্ন গণ্ডারের

শবটা দেখেই ওদের চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। শকুনির দল আগেই খেতে শুরু করে দিয়েছিল। থলো থলো মাংস আর ছেঁড়াখেঁাড়া চামড়া চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

"ভো! মাখনী ভো!" ধানাই মাখনীকে বসতে বলছে। হাতীর পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে ওরা গর্তের দিকে ছুটে গেল। হাঁ করে মরা গণ্ডারটার দিকে তাকিয়ে রইল।

"খাঁড়া নিয়ে গেছে", ধানাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে। "নিশ্চয় পোচারের কাজ। নষ্ট করার মত সময় নেই তাড়াতাড়ি চল। জঙ্গলের কত্তাদের এক্ষুণি খবর দিই গে।"

"তার আগে একবার চারদিক ভাল করে দেখে নিলে হয় না!" বুবুল কথাটা তুললে, "হয়তো আমরা পোচারদের বিষয়ে কিছু বের করতেও পারবো। বৃষ্টির পর কিন্তু আর কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বেলা চল মাঠটা ঘুরে দেখি গে!"

"ঠিক বলেছিস্", ধানাই সায় দিল। "জল্দি কর, দেরী করিস্নি। দেখ্ না, আকাশ কালো করে এসেছে। ওদিকে মাখনীও অস্থির হয়ে পড়েছে।"

তিনজনে তক্ষুণি তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনজনের মধ্যে জোন্টিরই সব চেয়ে তীক্ষ্ণ চোখ। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল। "অ্যাই! তোরা শীগ্গির এসে দেখে যা!"

এক দৌড়ে ওরা জোন্টির কাছে উপস্থিত। গণ্ডারের মল স্তূপে মানুষের পায়ের ছাপ। জোন্টি দেখালে ওদের। "খালি-ই পায়ের ছাপ?" পরিষ্কার বোঝা গেল ধানাই হতাশ হয়েছে। "দলের কেউ একজন পায়খানা মাড়িয়েছে। খালি পায়ের ছাপ দিয়েই একজন

বিশেষ কাউকে তো আর সনাক্ত করা যায় না !"

"আরো কাছ থেকে দেখ।" জোন্টি আঙুল দেখিয়ে বললে, "এটা ডান পায়ের ছাপ। বুঝতে পারছিস্ না, গোড়ালি নেই।"

আচম্‌কা এক উত্তেজনা ছু' জনকে পেয়ে বসল। মাটির দিকে এক দৃষ্টে দেখতে দেখতে এগোতে লাগল।

জোন্টির তীক্ষ্ণ চোখ একই পায়ের আরো ছু'টো ছাপ দেখতে পেল। কেউ একজন গণ্ডারের গুয়ের গাদা মাড়িয়ে ফেলেছিল। তাইতে ডান পায়ের পাতায় কিছুটা চিপ্‌কে গিয়েছিল। তারপর সে যেই এগোতে গিয়েছে শক্ত মাটীতে তার পায়ের ছাপ পড়েছে। তিনটে ছাপই এক্কেবারে এক রকম। কোনটাতেই গোড়ালির ছাপ নেই।

"এর থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে, তাই না ?" জোন্টি ওদের উদ্দেশ্য করে বলল। "পোচারদের মধ্যে একজনের ডান পায়ের গোড়ালি নেই।"

ধানাই আর বুবুল জোন্টির কথায় মুগ্ধ ও বিস্মিত। "দারুণ !" বুবুল বলে উঠল। "এটা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য।"

ঝড় শুরু হয় হয়। ছু'চার ফোঁটা বৃষ্টির সঙ্গে পশ্চিমী ঝড়ো হাওয়া বয়ে এলো।

"জল্‌দি !" ধানাই তাড়া দিয়ে বলল, "চল্, চল্। জঙ্গলের কত্তাবাবুদের খবর দিই গে।"

মাখনী শুঁড় তুলে ভয় ভয় ডাক ছাড়ল। তিনজনে পিঠে চেপে বসতেই সে তাড়াতাড়ি ঘাসের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করে দিল। যেতে যেতে পেছন ফিরে দেখল ওরা। শকুনির দল আবার খেতে

সুরু করে দিয়েছে।

আকাশ ভেঙ্গে ঝম্ ঝম্ করে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হোল। ঝড়ো হাওয়ায় চারিদিক উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলে তিনটে ভিজে নেয়ে গেল। হাওয়ার দাপটে পাছে পড়ে যায়, মাখনীকে ওরা আঁকড়ে ধরে রয়েছে। ত্রস্ত হরিণের দল পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল। কোথায় যেন বন মোরগ তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল। ওরা ভাবতেই পারেনি ঝড়ের এতটা দাপট হবে।

অবজারভেশন টাওয়ারের পাশ কাটিয়ে মাখনী বড় রাস্তায় এসে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টির ভেতর দিয়ে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের অফিস বাড়ীটা আব্ছা আব্ছা দেখা গেল।

## আরো সূত্র

মিষ্টার নিয়োগ এই বন্য-পশু সংরক্ষণ এলাকার ভারপ্রাপ্ত বন-বিভাগের জেলা প্রধান। জলের রেখা টানতে টানতে কাক ভেজা ছেলে তিনটে অফিসে এসে ঢুকল। মিষ্টার নিয়োগ তো অবাক্! উনি অবশ্য এদের ভাল করেই চিনতেন। "কারা একটা গণ্ডার মেরে রেখে গেছে নিয়োগ মামা," একই সঙ্গে তিনজন চেঁচিয়ে উঠল। মিষ্টার নিয়োগের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

"এক এক করে বল! ধানাই, ব্যাপারটা তুই বল্!"

ছেলেটি এইমাত্র স্যাংচুয়ারীতে যা দেখে এল তা বলতে লাগল। শেষ কালে বললে, "খাঁড়াটা কিন্তু নেই। আমি জোর গলায় বলতে পারি এটা পোচারদের কীর্ত্তি।"

"কি নোংরামি," বিড়্ বিড়্ করতে করতে মিষ্টার নিয়োগ আলমারি খুলে তোয়ালে বের করে ওদের দিলেন।

"আগে ভাল করে গা মুছে নিয়ে চা বিস্কুট খা!"

"নিয়োগ মামা, যারা গণ্ডার মেরেছে, তোমাকে শিগ্গীর তাদের ধরতেই হবে।"

"কিছু ভাবিস্নি বুবুল, আমরা ধরব ঠিকই। ঝড়বিষ্টি থামলেই আমরা কাজ শুরু করবো।"

অফিসেরই একটা ছেলে গর্মাগরম চা আর বিস্কুট এনে ওদের

দিল।

ওরা খাচ্ছে। এমন সময় বনবিভাগের হেড রেঞ্জার ফুকান ঘরে ঢুকল। মিষ্টার নিয়োগ-ই ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

"ফুকান, এরা একটা মরা গণ্ডার দেখেছে। খাঁড়াটা যথারীতি নেই। আবার পোচারদের উপদ্রব।"

ফুকানের ছাতা দিয়ে জল ঝরছে। এক কোণে রেখে দিল ছাতাটা। রোগা লম্বা চেহারা, সরু সরু হু'টো চোখ।

"তোরা তিনটে স্যাংচুয়ারীতে কি করছিলি ? কাকে জিজ্ঞেস করে ঢুকে ছিলি সেখানে !" ফুকান ওদের প্রশ্ন করল।

আচমকা প্রশ্নে ছেলে তিনটে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। ভাবটা কাটিয়ে উঠে ধানাই জবাব দিলে, "আমরা আমাদের পোষা হাতী মাখনীর পিঠে ঘুরছিলাম। নিয়োগ মামা তো জানেনই, আমরা প্রায়ই স্যাংচুয়ারীতে যাই।"

"কিন্তু, সংরক্ষিত এলাকাতে অনুমতি না নিয়ে ঢোকা উচিত নয়!"

এবার মিষ্টার নিয়োগ মুখ খুললেন, "আরে বাবা! ঢের হয়েছে, ফুকান। এরা তো আর ট্যুরিষ্ট নয় যে দেখতে এসেছে। এই স্যাংচুয়ারী হবার অনেক আগেই এখানে এদের গাঁ ছিল। কাজিরাঙ্গা আর এখানকার জন্তু জানোয়াররা এদের জীবনের সঙ্গে মিশে রয়েছে।"

"বেশ, ভাল কথা। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যর্ !" অনিচ্ছাভরে ফুকান বললে। "আবার অন্যায় পশুহত্যার কথা শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গেল।"

জোন্টি হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা নিয়োগ মামা, তুমি যে 'আবার পোচারদের উপদ্রব' বললে, তার মানে কি ওরা আগেও গণ্ডার মেরেছিল ?"

"দুঃখের বিষয়, এটাই প্রথম নয়। এটা নিয়ে দু'মাসের মধ্যে পাঁচটা গণ্ডার মারা হয়েছে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! এটা যে পেশাদার পোচারদের কাজ তা জলের মত পরিষ্কার। মারছে, আর ছিটে-ফোঁটা ক্লু না রেখেই পালিয়ে যাচ্ছে। বনবিভাগ এদের সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারছে না। এরা স্থানীয় না বাইরের দল তাও জানা যাচ্ছে না!"

"আজকের ঘটনা থেকেও যে কিছু হদিস্ পাওয়া যাবে, তা তো মনে হচ্ছে না।" ফুকান বলতে লাগল, "প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই বৃষ্টির জলে অকুস্থলের সব কিছুই ধুয়ে মুছে যাবে।"

"আমরা কিন্তু একটা সূত্র পেয়েছি।" বুবুল বললে, "গর্তর কাছে আমরা তিনটে পায়ের ছাপ দেখেছি। আর এই ছাপ থেকেই আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, একজন পোচারের ডান পায়ের গোড়ালি নেই।"

মিষ্টার নিয়োগের শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠল।

"বাঃ! খুব ভাল কথা। এতদিনে পোচারদের বিষয়ে একটা কার্য্যকরী খবর পাওয়া গেল।"

"কি যাতা বকছো!" ফুকান খিঁচিয়ে উঠল। "কালকের চড়া রোদে মাটী শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল। কাজেই পায়ের ছাপটাপ তোমাদের কল্পনামাত্র।"

"কক্ষনো না!" ধানাই জোর দিয়ে বললে। "ঐ লোকটা

গণ্ডারের গুয়ের গাদা মাড়িয়েছিল, তখনো সবটা শুকোয়নি। পায়ের ছাপ একেবারে স্পষ্ট ছিল। আমরা সবাই দেখেছি!"

"চমৎকার গপ্পো ফেঁদেছ। আমাদের তো আর দেখাতে পারবে না, বলবে বিষ্টিতে ধুয়ে গেছে। তাই না?"

ফুকানের কথায় বিরক্ত হয়ে মিষ্টার নিয়োগ ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "কথাটা এমন ভাবে বলছো তুমি, এরাই যেন পোচার!"

"ঠিক্ তা নয়, স্যর! অনধিকার চর্চা আমি একদম পছন্দ করি না।"

"এতে ওদের কি দোষ! মন্না গণ্ডারটা দেখতে পেয়েছিল, তাই ঝড়ের আগে একটু চারদিক দেখে শুনে নিয়েছে। আচ্ছা! তোরা আর কিছু কি পেয়েছিস্?"

"এছাড়া আর কিছুই পাই নি, নিয়োগ মামা।"

"কাজ শুরু করার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। ঝড় থেমেছে, চল যাই ফুকান, জীপটা আনো। হালফিলের ঘটনাটা কাউকে বলার আগে, আমরা পাঁচজনে জায়গাটা দেখে আসি গে।"

ঝড়ের পর চারিদিক পরিষ্কার হয়ে গেছে। আবার নীল আকাশ বেরিয়েছে। স্যাংচুয়ারীর রাস্তা ধরে জীপ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এক ঘণ্টা আগেও গাছের পাতাগুলো এতো সবুজ আর তরতাজা ছিল না। হরিণের দল খুশীতে ছুটোছুটি করছে। বিলের ধারে ধারে নলখাসড়ার ঝোপের মধ্যে ব্যস্ত-সমস্ত পেলিকান, বক আর সারসের ঝাঁক। সারা স্যাংচুয়ারী আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গর্তটা অবধি গাড়ী যায় না। কাজেই খানিকটা দূরে জীপটা দাঁড় করান হোল। কয়েক ফার্লং হাঁটার পর শকুনির ঝাঁক দেখা গেল।

"শকুনগুলো কী বিচ্ছিরি!" বুবুল নাক সিঁট্‌কালো। "পাখী আমি ভীষণ ভালবাসি, কিন্তু ঐ শকুনগুলো, মাগো! মড়া খায় বলেই হয়তো ঘেন্না হয়।"

"দেখতে বিচ্ছিরি বটে, তবে ভীষণ দরকারী," মিষ্টার নিয়োগ উত্তর দিলেন।

"ওগুলো আবার কি কাজে লাগে?" বুবুল জিজ্ঞেস করলে।

"কেন? মরা জন্তু জানোয়ার খেয়ে সাফ্‌ করে দেয়। ফলে শব গলে পচে গিয়ে সারা এলাকা দূষিত করতে পারে না। শুনতে হয়তো অদ্ভুত, কিন্তু ঐ কুচ্ছিৎ পাখীরাই সারা পৃথিবী পরিষ্কার রাখে। কাক দেখ, দেখতে তো ভাল নয়। কিন্তু জঞ্জাল সাফ্‌ করতে, অদ্বিতীয়।"

চুপচাপ পথ চলতে চলতে ছেলেরা গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

গর্তটার আরো কাছে আসতেই ধানাই আচম্‌কা প্রশ্ন করে উঠল, "কি ব্যাপার? শকুনিগুলো আর খাচ্ছে না কেন?"

তারপর গর্তটার দিকে তাকাতেই প্রশ্নের জবাব মিলে গেল। বৃষ্টির জলে গর্তটা টইটুম্বুর। গণ্ডারটা ডুবেই গেছে।

"ও! এই ব্যাপার!" মিষ্টার নিয়োগ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। "বিষ্টির ফলেই এই কাণ্ড। এ জল শুকোতে বেশ সময় নেবে।"

"মড়াটাকে টেনে তুলে পুঁতে দিলে হয় না?"

"মোটেই না! শকুনিদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেব কেন? খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বরং লোক দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দেওয়া যাবে, যাতে অন্য কোন জন্তু জানোয়ার বেচারারা না পড়ে।"

"এবার কি তাহলে ফিরবেন?" ফুকান জিজ্ঞেস করলে।

এতক্ষণ সে চুপ করেই ছিল।

"না। আরো একটু ঘুরেফিরে দেখব।" মিঃ নিয়োগ উত্তর দিলেন। "একটা গণ্ডার ফাঁদে ফেলতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে। থাকার জন্য লোকগুলো নিশ্চয় একটা আস্তানা বানিয়ে ছিল। বিলেরই ধারে, হয়তো! নাওয়া খাওয়ার জন্য জল তো চাই।"

মিষ্টার নিয়োগের হুকুমে এই দলটি একটি অনুসন্ধান-দলে পরিণত হোল।

জোন্টি একটা ছোটখাটো বিলের দিকে এগোচ্ছিল। এমন সময় ঝোপের মধ্যে একটা চিলকে নামতে দেখল। চোখের পলকে চিলটা সোজা আকাশে উড়ে গেল। কলাপাতা আটকে রয়েছে পায়ের নোখে।

কাছেপিঠে তো কোন কলাগাছ চোখে পড়ছে না। তাহলে ঐ কলাপাতাটা এলো কোত্থেকে? জোন্টি ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। গাছের সরু ফাঁক পেরোতেই চোখে পড়ল একটা চালাঘর। খড়কুটো দিয়ে তৈরী। চার দিকের দেওয়ালগুলো নলখাকড়ার আর ওপরটা খড়ের ছাউনি। ছাউনির অর্দ্ধেকটা ঝড়ে উড়ে গেছে।

চালাঘরের মধ্যে জোন্টি ঢুকতে যাবে, এমন সময় মনে হোল ভেতরে কে যেন নড়াচড়া করছে। জোন্টি ভয়ে সিঁটিয়ে গেল।

খুব সাবধানে দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। আরে! এতো ফুকান—হেড রেঞ্জার। মেঝের চারিদিকে খুঁজে পেতে দেখছে কিছু ক্লু পাওয়া যায় কি না।

"আরে, আমার আগেই তুমি এসে গেছ?" জোন্টি বললে।

ফুকান আঁতকে উঠল।

"এমন চোরের মত ঢোকার মানে কি?" ফুকান খেঁকিয়ে উঠল।

"কি ব্যাপার! তুমি যে দেখছি আমাকেই পোচার বলে ধরে নিয়েছ!"

"ন্যাকাপনা রাখো। গিয়ে দেখ আর সবাই কোথায়, ডেকে নিয়ে এস।"

গর্তর কাছে ফিরে গিয়ে জোন্টি সবাইকার নাম ধরে ধরে ডেকে জড় করল। তারপর চালাঘরে ফিরে এল।

"বিশেষ কিছুই তো নেই।" চারদিকে বেশ করে দেখার পর মিষ্টার নিয়োগ বললেন।

ঘরের ভেতরটা বেশ বড় সড়। চারদিকে ভাঁড় আর কলাপাতা ছড়িয়ে রয়েছে। আর মাঝ মধ্যিখানে এক উনুন। কয়লা, ছাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

"সত্যি, এর থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই," মিষ্টার নিয়োগের কথায় ধানাই সায় দিল।

"তার চেয়ে বরং অফিসে ফিরে গিয়ে, পোচারদের বিরুদ্ধে আমরা একটা অভিযান দল গড়ে তুলি। কি হবে এখানে সময় নষ্ট করে?" ফুকান ফিস্‌ফিস্ করে বললে।

"এক মিনিট!" জোন্টি হঠাৎ বলে উঠল। হামাগুড়ির মতন করে ও এতক্ষণ মেঝের চারদিক ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিল।

"এই জঞ্জাল থেকে কয়েকটা বিষয়ে আমরা আন্দাজ করতে

পারি। প্রথমত, পোচাররা ছ'জন।"

"কি করে বুঝলে ?" মিষ্টার নিয়োগ বিহ্বল স্বরে প্রশ্ন করলেন।

"মেঝেতে দা-এর দাগ থেকে। লোকেরা সাধারণত মাটীতে বসে, হাতের দাটা পাশেই গেঁথে রাখে। এছাড়া আমি ভাঁড়-গুলোও গুনে নিয়েছি। অবিশ্যি, ওরা ছ'জন ছিল বলে আমার মনে হয়।"

"কথার পেছনে যুক্তি ঠিকই আছে।" মিষ্টার নিয়োগ সায় দিয়ে বললেন। "এছাড়া আর কিছু ?"

"হ্যাঁ, আরেকটা কথা। তুমি বলছিলে না, নিয়োগ মামা, পোচাররা গাঁয়ের না বাইরের ? এতক্ষণ আমি এঁটো কাঁটা ঘাঁট-ছিলুম। লোকগুলো ভীষণই নোংরা। এঁটো কলাপাতাগুলো পর্য্যন্ত বাইরে গিয়ে ফেলতে পারেনি। এঁটো পাতাগুলো দেখ। মাছের ঝোল ভাত খেয়েছে। গাঁয়ের মানুষ তো এ-ই খায়। এমন কি ওরা পুলি পিঠেও খেয়েছে। আমি তো নিঃসন্দেহে বলতে পারি কাছাকাছি কোন গাঁয়েরই লোক এরা।"

"চমৎকার !" মিষ্টার নিয়োগ ভীষণ খুশী। "এই বুদ্ধির জন্যেই, জোন্টি, তোমাকে পশু-পক্ষী পাহারাদারদের লীডার করে দেওয়া উচিত। যাইহোক্ তাহ'লে সারা সকালটা কিন্তু নষ্ট হোল না একেবারে। প্রথমত, ছ'জনের দল আর আশেপাশের গাঁয়েরই লোক জানা গেল। আরো একটা জানলুম, দলের একজনের পায়ের গোড়ালি নেই।"

ফুকান আবার বিজ্‌বিজ করে উঠল, "এতে আর আমাদের কি উপকার হবে ? আশে পাশে তো অনেক গাঁ-ই আছে। পোচার-

গুলো কিন্তু খুব সেয়ানা। তাছাড়া এ সবই তো আমাদের অনুমান বই তো নয় !”

এরপরও কিছুক্ষণ তদন্ত চলল। তাতে বিশেষ কিছু লাভ হোল না। মিষ্টার নিয়োগ হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে শিষ্ দিয়ে উঠলেন। “প্রায় দু’টো বাজে তোরা খাওয়া-দাওয়া করেছিস্ ?”

“না, মামা !” ছেলেরা সমস্বরে বলে উঠল।

“এবার তা’লে ফেরা যাক্ !” মিষ্টার নিয়োগ মন্তব্য করলেন। “আমার ওখানেই আজ তোরা খেয়ে নে। গরম গরম মাছের ঝোল ভাত খেতে খেতে আলোচনাটা জমবে্ ভাল। কিরে জোন্টি ! মাছের ঝোল ভাত তো তোরা ভালই বাসিস্ তাই না ? ফুকান তুমিও আমাদের সঙ্গে খাও, না !”
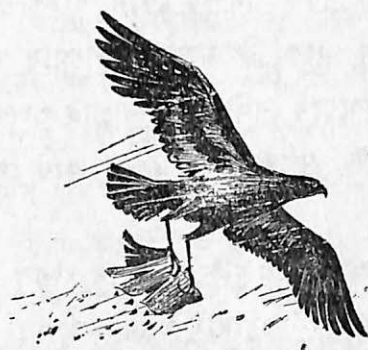
# সাবধান বাণী

মিষ্টার নিয়োগের বাড়ীতে চুপচাপ ভোজন পর্ব চলছিল। এটা মিসেস্ নিয়োগের নিপুন রান্নার গুণ। ছেলেরা ওঁকে 'নিয়োগ মামী' বলে। ওঁর হাতের মাছের ঝোল যেন অমৃত। চাট্‌নী, মিষ্টিও তাই। খাওয়া-দাওয়ার পর গোম্‌ড়া মুখো ফুকানকেও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

আগের চারটে গণ্ডার মারার ঘটনা মিষ্টার নিয়োগ আগাগোড়া বললেন। একই উপায় চারটে মারা হয়েছিল। এটা যে একই দলের কাজ তাতে কোন সন্দেহ-ই নেই।

"পোচাররা যে কাছাকাছি গাঁয়েরই লোক এ সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছতে পেরেছি। কিন্তু, নিশ্চয় কোন বর্হিশক্তির সঙ্গে এদের যোগাযোগ আছে। হংকং এর মত সব জায়গায় গণ্ডারের খাঁড়ার দারুণ চাহিদা। সবচেয়ে বেশী দাম ওখানেই পাওয়া যায়। কাজেই এমন একজন' কেউ আছেই, যে এদের কাছ থেকে খাঁড়াগুলো কিন্‌ছে।"

"কিংবা এও হতে পারে বাইরের কোন লোক পোচারগুলোকে এই কাজে লাগিয়েছে।" ধানাই মন্তব্য করলে।

"তাও হতে পারে। তা'লে তো আমাদের সমস্যা আরো জটিল।"

কথার মাঝখানে বুবুল বলে উঠল, "কিন্তু নিয়োগ মামা বাইরের লোক হ'লে তাদের তো এখানে বারে বারে আসতে হবে আর বেশ

কিছুদিন থাকতেও হবে। তাই না?”

“আমি খবরাখবর আগেই নিয়েছিলুম। জোন্টি ঠিকই বলেছে, পোচাররা আশেপাশের গাঁয়েরই। সোজাসুজি বাইরে থেকে পোচারদের লাগানো হয়নি। এখানকারই কেউ একজন মাঝখানে দালালি করছে।”

“এটা যে বাইরের পার্টির যোগসাজস্, তা ধরেই নিলেন?” ফুকান বললে।

“এতে কোন সন্দেহই নেই। এখানে গণ্ডারের খাঁড়ার কোনই চাহিদা নেই।” মিষ্টার নিয়োগ বলে চললেন, “ছ'মাসে পাঁচ পাঁচটা গণ্ডার মারা পড়েছে, একথা মনে রেখো। বড় রকম একটা দাঁওর জন্যে পোচার আর তাদের অধিনায়ক কাজ করে যাচ্ছে। যে কোন উপায়ে তা রদ করতেই হবে।”

“সর্বতোভাবে আমরা সাহায্য করব।” ধানাই শপথ করে বললে।

“দাঁড়াও! আমার সিদ্ধান্তের সব চেয়ে গোলমেলে কথাটাই এখনও তোমাদের বলা হয় নি। এটা খুব গোপনীয়। ঘরের এই পাঁচজন ছাড়া আর কেউ যেন জানতে না পারে। পোচারদের ধরার জন্যে অনেকদিন ধরেই আমরা নানান্ ফন্দি আঁটছিলুম। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ওরা এড়িয়ে যেতে পেরেছে। মনে হয়, পশু-পক্ষী পাহারাদার আর নিরাপত্তা বাহিনীর গতিবিধি ওদের ভালই জানা। সেইজন্যেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রতিষ্ঠানেরই কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করছে।”

“অসম্ভব!” ফুকান ফেটে পড়ল। “আপনি কি সত্যি সত্যি

বলতে চান, আমাদেরই কারো সঙ্গে পোচারদের যোগসাজস্ আছে ?"

"পোচাররা যেভাবে কাজকর্ম করছে, তাতে করে—আমি সত্যি দুঃখিত ফুকান, এ সিদ্ধান্ত আমায় নিতেই হবে। আমাদের লোক-জনদের মাইনে পত্তর যে বেশী নয় তা তো আমরা সবাই জানি। এদেরই মধ্যে কেউ একজন হয়তো বিরাট টাকার অংকে প্রলোভিত হয়েছে।"

"স্তর্ ! তা'লে তো ব্যাপার গুরুতর। আমার লোকেদের চেক্ করতে হুকুম দেব ?"

"না, ফুকান। এখনও সময় হয়নি। তাতে করে বিশ্বাসঘাতকটা আরো হুঁশিয়ার এবং সাবধান হয়ে যাবে। ওদের আত্মনির্ভরতা আরো বাড়ুক। তাহলেই ধরে ফেলব। শয়তানই এতদিন জিত্ছিল। ধারা এবার বদ্লাবেই। আমারও হাতে এখন গোপন অস্ত্র রয়েছে।"

"সেটা কি ?" ধানাই জিজ্ঞেস করলে।

"তোরা তিনজন। তোরাই আমাদের গোপন অস্ত্র হবি এবার।"

"আমরা !" ছেলে তিনটে বিস্ময়ে বলে উঠল।

"হ্যাঁ, তোরাই। ইনফরমেশন জোগাড়ে তোরাই আমাদের সাহায্য করবি। গাঁয়ের লোকের সাহায্য চাইতে গেলে পোচাররা হয়তো জেনে যেতে পারে। তোরা বুদ্ধিমান আর সাহসীও। অতএব, আমি তোদের অবৈতনিক পশু-পক্ষী-পাহারাদার নিযুক্ত করছি। ফুকানের সঙ্গে কাজ করবি তোরা।"

ছেলেরা খাড়া হয়ে বসল। গর্বে বুক ফুলে উঠল।

"এ সব কথা কিন্তু আমাদের পাঁচজনের মধ্যেই থাকবে।

গোপনীয়তা বিশেষ জরুরী। ফিলহালের গণ্ডার মারার ঘটনাটা কেউ এখনও জানে না। জঙ্গল কর্মীদের জানাতেই হবে। তবে গোড়ালি-হীণ লোক বা বিশ্বাসঘাতকের সম্ভাবনার কথাটা আমাদের ভেতরেই থাক। আর সব চেয়ে জরুরী কথা, আমি চাই না কেউ জানে — তোরা আমাদের হয়ে কাজ করছিস। তোরা তোদের বাবা-মাকে বলতে পারিস্। তবে ঐ গোপনীয়তার ব্যাপারটা তাঁদেরও বুঝিয়ে বলিস। আচ্ছা! আজ এই পর্য্যন্ত। তোরা চোখ কান খোলা রাখিস্, বাবা! আর ফুকানকে রোজ রিপোর্ট দিবি।"

ছেলেরা বেরিয়ে এলো। মাখনীকে যেখানে বেঁধে রেখে গিয়েছিল, সেখানেই সে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল। ওদের আসতে দেখে আদুরে গলায় স্বাগত জানাল। পিঠে চেপে বসতেই গাঁয়ের দিকে রওনা দিল।

ছোট্ট গোছান গ্রাম,—ধানের ক্ষেতের আশেপাশে সারি সারি মাটীর কুঁড়ে। আধান্যাংটা ছেলের দল ওদের দেখে হৈ হৈ করে ছুটে এল। তাই না দেখে রাস্তার কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠল সমস্বরে। গাঁয়ের একমাত্র পথ ধরে মাখনী আসছিল রাজকীয় চালে, হেলেদুলে।

ওদের উৎকণ্ঠিত বাবা মায়েরা ধানাইর বাড়ীতে অপেক্ষা করে বসেছিলেন। সবাই বেশ রেগেছিলেন এতটা দেরী করে ফেরাতে। ধানাই তখন সারাদিনের ঘটনা সব খুলে বললে।

"তোরা ভালই করেছিস, বাবা!" গাঁয়ের মোড়ল মশাই গম্ভীর গলায় বললেন। "নিয়োগবাবু যে তোদের অবৈতনিক পাহারাদার করেছেন তাতে তো গর্ব হওয়া উচিত। যেমন করে হ'ক সব দিক

থেকে কর্তাদের সাহায্য করবি। কিন্তু, হাঁ! ঐ পোচারগুলো ভয়ানক লোক। কাজেই বাছা সব, সাবধানে থেকো!"

"এ কাজে বেশ ঝুঁকি, তাই না?" ধানাইর মা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু ধানাইর বাবা ওদের অভয় দিয়ে বললেন, "নিজেদের বিষয়ে সতর্ক থেকো। আর কোন বিপদে পড়লে আমাদের কাছে আসতে দ্বিধা করো না।"

"এবার যে যার ঘরে যাও," মোড়ল বৌ বললেন,—"বুবুল, জোন্টি যাও, পুকুরে গিয়ে নেয়ে এসো গে।"

গাঁয়ের মানুষ সাধারণত সন্ধ্যে আটটার মধ্যেই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ধানাই নিজের ঘরে খাটিয়াতে চুপচাপ পড়ে ছিল। ঘুম আসছে না। সারাদিনের ঘটনা সব মাথার ভেতর জট পাকিয়ে উঠছে। ওদের একটাই সূত্র—গোড়ালিহীন মানুষ। কিভাবে তাকে খুঁজে বের করা যায়?

ঝক্ঝকে জ্যোৎস্না রাত্রি। ধানাই একদৃষ্টে জানলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মাথায় নানান্ সমস্যা ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা ছায়ামূর্ত্তি হঠাৎ সরে গেল। মুহূর্ত্তের জন্যে চাঁদের আলোয় আড়াল পড়ল। বিদ্যুৎ গতিতে ডিগবাজি খেয়ে দূরের কোণটায় পড়তে পড়তে ধানাই এক পলকে একটা চক্চকে মত জিনিষ দেখতে পেল।

খট্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হুস্ করে কি একটা উড়ে এসে পড়ল বিছানায়। এক মুহূর্ত্ত আগে ধানাই ওখানেই ছিল। একটু আওয়াজ করে ছায়ামূর্ত্তি মিলিয়ে গেল।

ধানাই দৌড়ে জানলার কাছে গেল। আশেপাশে কাউকেই
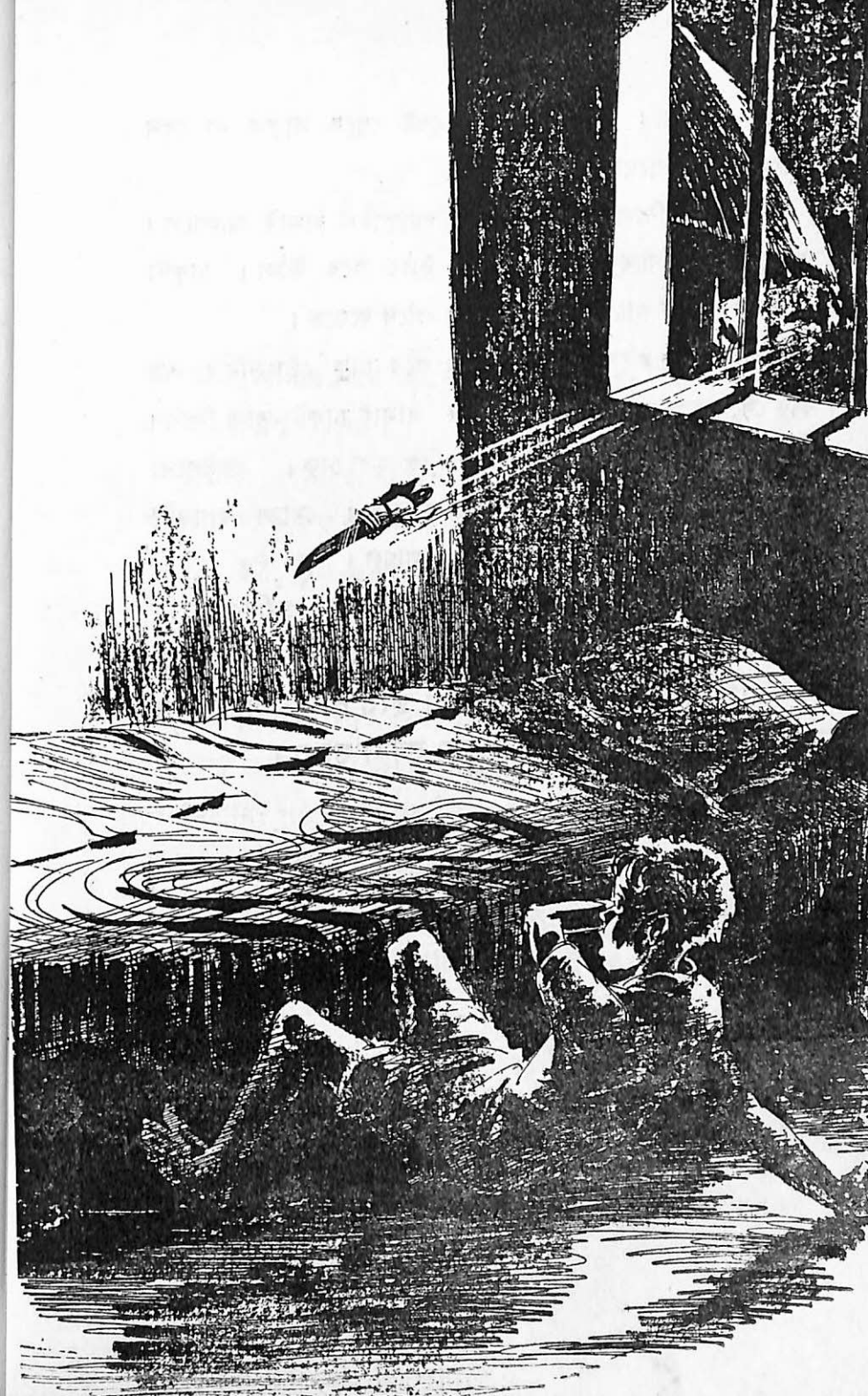
দেখতে পেল না। জানলার কাছে যেই থেকে থাকুক না কেন চোখে পড়ার আগেই ভেগেছে।

পড়ার টেবিলে রাখা কেরোসিন ল্যাম্পটা ধানাই জ্বালালে। একটা চাকু চোখে পড়তেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। চাকুটা খাটিয়ার পায়ার কাছে মাটীর মেঝেতে গেঁথে রয়েছে।

লোকটা তা হ'লে ধানাইকে লক্ষ্য করে চাকু ছোঁড়েনি! এত কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই পারে না। ধানাই চাকুটা তুলে নিলে।

বাঁকানো হ্যাণ্ডেলওয়ালা ছোট্ট ভাঁজ করা চাকু। একটুকরো কাগজ ভাঁজ করে সূতো দিয়ে হাতলে বাঁধা। মোড়া কাগজটা তাড়াতাড়ি টেনে বের করে খুলে পড়তে লাগল।

**"সাবধান! অন্যের ব্যাপারে নাক গলিও না। গোড়ালিহীন লোকের কথা ভুলে যাও। ভবিষ্যতে আর কখনো সাবধান করা হবে না। আমাদের কথা না শুনলে তোমার গলা কাটা যাবে।"**

তলায় কোন সই নেই।

## রাতের ছায়ামূর্ত্তি

সার্টটা গলিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে দরজার ছিট্‌কিনি খুলে ধানাই বেরিয়ে পড়লো।

জোন্টি, বুবুলদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে নারকেল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছ'হাতের আঙুল ছ'টো মুখের ভেতর দিলে পুরে।

টু...হুঠ্, টু...হুঠ! টু...হুঠ্!

রাত্রির নীরবতা ছিন্নভিন্ন করে প্যাঁচা ডেকে উঠল। প্রত্যুত্তরে আরেকটা আওয়াজ পেয়ে ধানাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। বুবুল, জোন্টিও ঘুমোচ্ছিল না। সঙ্কেত ধ্বনির জবাব দিয়েছে ওরা।

ছোট ছোট ছ'টো ছায়ামূর্তি সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ ফিস্‌ফিসানির পর গাঁয়ের ঠিক বাইরের কলাগাছের দিকে এগিয়ে চলল। কলা গাছটাই ওদের গোপন আড্ডা।

"আমি একটা সাবধান বাণী পেয়েছি," হাঁপাতে হাঁপাতে ধানাই বললে। চাকু আর কাগজের টুকরো বের করতে পেছনের পকেটে হাত ঢোকালে।

"আমরাও তো!" যমজ ভাই উত্তেজিত হয়ে বললে।

চাকু ছ'টো একই ধরণের। আর লেখা ছ'টো এক্কেবারে এক।

"হায় ভগবান! আমরা যে এর মধ্যে জড়িত তা কি করে জানল ওরা?" ধানাই প্রশ্নটা তুললে।

"আমরা নিয়োগ মামাকে তো গর্তটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম, সেই সময় ওরা নিশ্চয় আমাদের দেখে নিয়েছিল।" বুবুল বলতে লাগল, "পরেও বেশ কিছুক্ষণ আমরা নিয়োগ মামার সঙ্গে ছিলুম। কাজেই দু'য়ে দু'য়ে চার করে ওরা ধরেই নিয়েছে আমরা এর মধ্যে জড়িত।"

"না ; কথাটা ঠিক তা নয়! কাগজে গোড়ালিহীন লোকটার কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর ঐ কথাটা শুধু আমরাই জানি।" জোন্টি বললে।

"আমাদের মা-বাবারাও তো জানে। তোদের কি মনে হয়? ভুল বশতঃ.........ধানাইর কথা মুখেই রয়ে গেল।"

"কক্ষনো নয়!" জোন্টি জোর দিয়ে বললে। "বাবামায়েরা কখনো বোকার মত কাজ করে? তাছাড়া, ওঁদের মধ্যে কেউ যদি অন্য কাউকে কথাটা বলেও থাকেন তো পোচারদের কানে সেটা পৌছতে বেশ কয়েক ঘন্টা লেগে যেত। কিন্তু, ভেবে দেখ্, ঘন্টা তিনেকও হয়নি কথাটা ওঁদের জানিয়েছি।"

"পোচাররা কি করে জানলো তা'লে?"

"যাদু বা অন্য কিছু হয়তো!" বুবুল কিছুটা চিন্তিত ভাবে বললে।

"তোরা দু'টো একটু চুপ করে ভাববি?" জোন্টি তেড়ে উঠল। ওরা চুপ করল। এমন সময় কলাগাছের ডালে বসে একটা পেঁচা ডেকে উঠল—এটা কিন্তু সত্যিকারের পেঁচা।

জোন্টিও হঠাৎ নড়ে চড়ে বসল। "আমরা এতটা বোকামি করছি কি করে? ছিঃ, ছি! কি বিচ্ছিরি বোকামি!"

"কি বলতে চাস্ তুই ?"

"ফুকান !" জোন্টি বললে, "নিশ্চয় ফুকান ! ও-ই নিশ্চয় বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানের দালাল হ'য়ে পোচারদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে।"

"ফুকান !" কতকটা অবিশ্বাসের সুরে ধানাই বললে। "হেড ফরেষ্ট রেঞ্জার ?"

"চাঁদের আলো তোর মাথা খারাপ করে দিয়েছে নাকি ?"

"এ, ও না হয়ে যায় না।" জোন্টি জোর দিয়ে বললে। "এর মধ্যে আর কোন কথা নেই।"

বুবুল মাথা নেড়ে বললে, "আমি বিশ্বাস করি না। ফুকান ছাড়া যে এ অন্য কেউ-ই নয়, তুই এত জোর করে বলছিস্ কি করে ?"

"এক এক করে বাদ দিতে দিতে এই সিদ্ধান্তে পোঁচেছি।" জোন্টি ব্যাখ্যা করতে শুরু করলে, "মা-বাবাদের তো আগেই এর থেকে বাদ দিয়েছি। অতএব বাকী রইলুম আমরা পাঁচজন। এবার আমরা নিজেদের বাদ দিতে পারি। আর নিয়োগ মামা, ওঁকে তো আমরা কবে থেকেই চিনি। ওঁর পশু-প্রীতি আর সততার কথা কে না জানে ? কাজেই বাকি রইল ফুকান।"

"তবুও, এ তো অনুমানই মাত্র," ধানাই বললে।

"ঠিকই। কিন্তু, আজ সকালে আমরা যখন পোচারদের আস্তানা খুঁজছিলুম···মনে পড়ে ? নিয়োগ মামা আমাদের চার-দিকে ছড়িয়ে পড়তে বলেছিলেন ? আমরা কে কোনদিকে যাব তা উনি নিজেই বলে দিয়েছিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে ফুকানকে

পশ্চিমদিকপানে যেতে বলা হয়েছিল। আর তাতে করে ওর পোচারদের আস্তানা থেকে একেবারে উল্টো দিকে চলে যাবার কথা। কিন্তু আমি যখন চালাঘরটা দেখতে পেলুম, ফুকান তো তখন ভেতরেই ছিল।"

"আগে থেকে না জানলে খুঁজে বের করতেই পারত না। আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিলুম ও বুঝি ক্লু খুঁজছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি পেছনের দিকে তাকালে বুঝতে পারি, ধরা পড়তে পারে এমন কিছু ক্লু সেখানে থাকলে, সেগুলো নষ্ট করার জন্যেই ও খুঁজছিল।"

লোমহর্ষক আবিষ্কারে ছেলেরা একেবারে বোবা বনে গেল। অবশেষে ধানাই বললে, "এখন আমরা কি করবো? নিয়োগ-মামাকে বলবো?"

"এখন নয়", জোন্টি উত্তর দিলে। "নিয়োগ মামাকে জানানোর আগে আমাদের আরো ক্লু জোগাড় করতে হবে। এখনই আমরা ফুকানের বাড়ী গিয়ে দেখি, কিছু পাওয়া যায় কিনা।"

"চুপিচুপি ঢুকতে চাস্ তুই ?" বুবুল জিজ্ঞেস করলে।

"এ ছাড়া উপায় কি? মনে রাখিস্, আমরা এখানে অবৈতনিক পাহারাদার। পোচারদের বিষয়ে খবরাখবর যোগাড়ে আমাদের সব দিক থেকে তৈরী থাকতে হবে। রওনা হবার আগে আমরা আরো ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করব। গাঁয়ের লোকের চেয়ে ওরা দেরী করেই শোয়। ইতিমধ্যে ধানাই, মাখনীকে আনতে পারিস্।"

বেশী সাড়াশব্দ না করে মাখনীকে আনতে ধানাই রীতিমত বেগ পেল। তবে যাহোক করে নিয়ে এল। ছেলেরা এবার রওনা

হয়ে পড়ল।

ইচ্ছে করেই ওরা বড় রাস্তা ধরলে না। তিনটে ছেলে এত রাত্তিরে হাতীর পিঠে যাচ্ছে—এ দৃশ্য অনেকেরই নজরে আসতে পারে। তাই ওরা নালা পেরিয়ে খাড়াই পার হয়ে ফুকানের কোয়ার্টারে পৌঁছল। টপাটপ্ নেমে পড়ে মাখনীকে ওখানেই চুপচাপ দাঁড়াতে বলে ফুকানের কোয়ার্টারের পেছন দিক দিয়ে ঢুকল।

একটা ঘরেই বাতি জ্বলছিল। বাকিটা ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে আছে। একটা জানলা দিয়ে ওরা উঁকি মেরে দেখলে ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসে ফুকান কি লিখছে।

হঠাৎ ফুকান খাড়া দাঁড়িয়ে উঠল। চাবি ঘুরিয়ে আলমারী খুললে। আলমারীর ভেতরের একটা টানাচাবি দিয়ে খুলে এক চামড়ার ব্যাগ বের করলে। ব্যাগটা দেখতে বেশ বড়সড় আর ভারী। আলো নিভিয়ে দরজা খুললে ফুকান। ছেলেরাও নিঃশব্দে কোয়ার্টারের সামনের দিকে এলো, দেখতে।

ফুকান দরজায় চাবি এঁটে বেরিয়ে পড়ল। কেউ ওকে দেখে ফেলেছে কিনা, ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখে নিলে। তারপর ট্যুরিষ্ট লজের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

"আমাদের প্ল্যানটা একটু বদলাতে হবে।" উত্তেজিত হয়ে ধানাই বললে, "চল, ওকে ধাওয়া করি।"

অন্য দু'জনও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। মাখনীর পিঠে চড়ে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে ফুকানকে অনুসরণ করে চলল। ট্যুরিষ্ট ল'জের পুরণো বাড়ীর অফিস আর খাবার ঘর তখনো বেশ

সরগরম। ছেলেরা দেখল ট্যুরিষ্টরা বেশ দেরী করে খাওয়া দাওয়া করছে।

ফুকান বাঁদিকে বেঁকে লম্বা একতলা বাড়ীতে ঢুকলো। এদিকটা হালে তৈরী হয়েছে, ট্যুরিষ্ট ল'জেরই অংশ। একটা ঢাল পেরিয়ে বাড়ীর সীমান্তে পৌছতেই ওরা দেখতে পেল—দূরে একটা ঘরে ফুকান ঢুকছে। মাখনীকে আরো আড়ালে নিয়ে গেল। পিঠ থেকে নেমে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে কাঁটাতার গলে সামনের লনে ঢুকল। লন পেরিয়ে গোলাপঝাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ীর সামনে উজ্জ্বল আলোকিত টানা বারান্দা। ট্রে হাতে ব্যস্তসমস্ত বেয়ারারা প্রায় সারাক্ষণই যাতায়াত করছে। কাজেই ঘর অবধি গিয়ে ভেতরের কথাবার্তা শোনা সম্ভবপর নয়। বাড়ীটা ঘুরে ওরা পেছন দিকে যেতে লাগল। সব জানলায় মোটা পর্দা ঝুলছে।

"কিস্যু হবে না দেখছি!" জোন্টি বিরক্ত হয়ে বললে।

"না, দাঁড়া! ওপরে ভেন্টিলেটর রয়েছে দেখছি!" বুবুল উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

বাড়ীটার ছুটো ছাত। আসল ছাতটা টিনের। তার কয়েক ফুট নীচ দিয়ে আর একটি টিনের পাত বেশ খানিকটা বাইরে বেরিয়ে আছে। যাতে করে বৃষ্টির জল দেওয়াল থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ে। এই ছুই ছাতের মাঝখানে ভেন্টিলেটর। "আওয়াজ না করে ওপরে উঠব কি করে?"

জলের পাইপটাইপ গোছেরও কিছু নেই যে বেয়ে ওঠা যাবে। "কেন! মাখনী রয়েছে তো! ঐ-ই আমাকে তুলে দেবে,"

ধানাই বললে।

মাখনী শান্তভাবে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ওরা সেখানে ফিরে এল। মাখনীর পিঠে চেপে বাড়ীটা এক চক্কর ঘুরলো। গেট ছাড়া আর ঢোকার অন্য কোন রাস্তা নেই।

এ ঝুঁকি ওদের নিতেই হবে। সুতরাং মাখনী গেট দিয়ে ঢুকে বাড়ীর পেছন দিকে যেতে লাগল। ধানাইর নির্দেশ মত মাখনী ওকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে ছাতের ওপর তুলে দিলে। তারপর যমজ ভাই দু'টীকে নিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে অন্ধকারে যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল সেখানেই ফিরে গেল। ট্যুরিষ্ট লজে চৌকিদার, বেয়ারারা, আরো সব নানান্ লোকজন থাকা সত্বেও ওদের কেউ নজর করলে না। ইতিমধ্যে ধানাই ছাতের ওপর এগিয়ে চলেছে। পায়ের চাপে টিনের পাতগুলো ক্যাচ্ ক্যুঁচ করে উঠছে।

"ছাতের ওপর কি ?" ঘরের ভেতর থেকে কে যেন চম্‌কে বলে উঠল।

ধানাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। "ও, কিছু না। বেড়াল টেড়াল হবে হয়তো!" আরেকজনের গলা, এ তো ফুকান!

ভেন্টিলেটারে চোখ লাগিয়ে ধানাই নীচের দিকে দেখলে। দেখেই একেবারে থ।

ফুকান চেয়ারে বসে। আর টেবিলের অপর প্রান্তের চেয়ারে বসে রয়েছে মোটা বেঁটে ইয়া দাড়ি গোঁফওয়ালা একটা লোক। হাতে গণ্ডারের খাঁড়া, সামনে টেবিলের ওপর আরো চারটে পড়ে রয়েছে।

"ভাল! খুব ভাল। তবে, এতে তো হবে না, ফুকান। ছ'টা খাঁড়ার চুক্তি ছিল কিন্তু। আর তুমি মোটে পাঁচটা এনেছ।" "আমি খুবই লজ্জিত, মিষ্টার বোস। অস্থবিধের কথা জানিয়ে আমি তো আপনাকে লিখেই ছিলাম। প্রথম দু'টো মারার পরই বনবিভাগ দ্বিগুণ প্রহরার ব্যবস্থা নিয়েছে। দারুণ ঝুঁকি নিয়ে পোচাররা এই পাঁচটা মেরেছে।"

"না হোল এদিক, না হোল ওদিক। টাকাটা তোমায় কিসের জন্যে দেওয়া হচ্ছে। পোচারদের পথ সাফ্ রাখাই তো তোমার কাজ।"

"সে কথা ঠিকই, স্যার্! তবে, আমাকেও তো সাবধান হতে হবে। একটা ভুল করেছি কি, ব্যস্। মারা পড়ব। ওদিকে ফরেষ্ট অফিসার, নিজের প্রতিষ্ঠানেরই কেউ পোচারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বলে সন্দেহ করছেন।"

"হেঁ, হেঁ, হেঁ," দাড়িওয়ালা খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেঁসে উঠল। "কিন্তু, পাঁচ—পাঁচই আর ছয়—ছয়ই। চুক্তিতে যখন ছ'টা আছে তখন তো ছ'টা দিতেই হবে। আর তা না হ'লে তোমাকে ঐ এ্যাডভান্সের টাকাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। চুক্তি অনুযায়ী মাল পেলে তবেই তুমি বাকি টাকা পাবে।" ফুকান লাফিয়ে উঠল। "মিষ্টার বোস, তা কি করে হয়,···স্যর্!" অনুনয়ের স্থরে বললে।

"আমি যা বলছি, এ-ই ঠিক, মিষ্টার ফুকান, স্যর্!" দাড়িওয়ালার জবাব।

ফুকান নিজের শেষ সম্মানটুকু বজায় রেখে বললে, "সেক্ষেত্রে, আমি এই পাঁচটাই ফেরৎ নিয়ে নিচ্ছি। অন্য খদ্দের দেখব।"

ফুকান টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। 'একে একে পাঁচটা তুলে নিয়ে ব্যাগে ভরতে লাগল। বোস্ ওর হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললে। হাতের আঙ্গুলের পাথর বসানো আংটিগুলো ঝক্‌মক্ করে উঠল।

"ওগুলো যেখানে আছে সেখানেই রেখে দাও, ফুকান। আঃ! আমার কথা তুমি শুনছো না। কিন্তু, ভেবে দেখ, তোমার বস্‌কে যদি কেউ লিখে জানায়? এটাকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয় তো আমরা কিছু ছোটখাটো প্রমাণও পেশ করতে পারি।" ফুকান তো হতবাক্! দাড়িওয়ালা যে ঠাট্টার ছলে কথাটা বলছে না, তা ওর দিকে তাকাতেই ফুকান বুঝতে পারল।

"শয়তান!" ফুকান রেগে চীৎকার করে উঠে মিষ্টার বোসের দিকে তেড়ে গেল। বোস বসা অবস্থাতেই নিজের ডান হাতটা তুললে। হাতে রিভলভার। "আর এক পা এগোলেই এই রিভল-ভারের গুলি তোমার হৃৎপিণ্ড ছ্যাঁদা করে দেবে।"

ফুকান থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বড় অসহায় দেখাচ্ছে। কাঁধ ঝুলে পড়েছে।

"উত্তম! একবার পাপের পথে পা বাড়ালে আর বেরোবার রাস্তা থাকে না। এ কথা মনে রেখ। তোমার ভীষণ টাকার দরকার বলে মনে হচ্ছে। তাই না?" "প্রচণ্ড জুয়া খেলে আমি সর্বশান্ত হয়ে গেছি," কাঁদকাঁদ ভাবে ফুকান বলতে লাগল। "মহাজনরা আমার জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে।"

"জুয়া! বোকাদের অবসর বিনোদন। জুয়া খেলে কেউ পয়সা করতে পারে না। জেতার চেয়ে জুয়াড়ি হারেই বেশী। যাইহোক্, কাজের কথায় আসা যাক্। ছ' নম্বর খাঁড়াটার কি হবে?"

"তা সম্ভবপর বলে আমার আর মনে হয় না। আমার পোচারদের লীডার বলছিল, দিনকাল বড়ই খারাপ পড়েছে। ওরা বলেই দিয়েছে এখন আর ছ' নম্বর খাঁড়াটার চেষ্টা করবে না। বর্ষার পর দেখা যাবে।"

"অত ধৈর্য্য ধরার সময় আমাদের নেই। পূর্বী এশিয়ার এক ধনী খদ্দেরকে ছ'টা খাঁড়া দিতেই হবে। কাজেই বুঝতে পারছ, আরেকটা আমাদের চাই-ই, চাই। তোমার সঙ্গে পোচারদের কাছে গিয়ে বরং আমাদের প্রয়োজনীয়তাটা জানিয়ে ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে পারি।"

"না, না! তাতে আরো খারাপ হবে। কর্মচারীরা গাঁয়ের মধ্যে উট্‌কো লোকের সন্দেহজনক গতিবিধির ওপর নজর রেখেছে। আপনিই তাহ'লে ওদের সোজা পোচারদের কাছে পৌঁছে দেবেন।"
"সেক্ষেত্রে তোমাকেই ওদের বোঝাতে হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, পোচারগুলো থাকে কোথায়?"

ধানাইর কাণ আরো খাড়া হয়ে উঠল। ফুকানের উত্তরে কিন্তু বেচারী মিইয়ে গেল।

"ওরা নানান্ গাঁয়ের লোক। কাজের সময় সবাই এক হয়। আর কাজ ফুরলেই যে যার ঘরে ফিরে যায়।" তুমি কি ভাবে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ কর?"

"আগে থেকে ঠিকঠাক্ করে কাছেরই একটা চা-বাগানের বাংলোতে আমরা জড় হই। বাংলোটাকে সবাই ভুতুড়েবাড়ী বলে। বছরের পর বছর বাড়ীটা খালিই পড়ে আছে। কাজেই জায়গাটা ভীষণই নোংরা। আমাদের পক্ষে অবিশ্যি ভালই। কাল
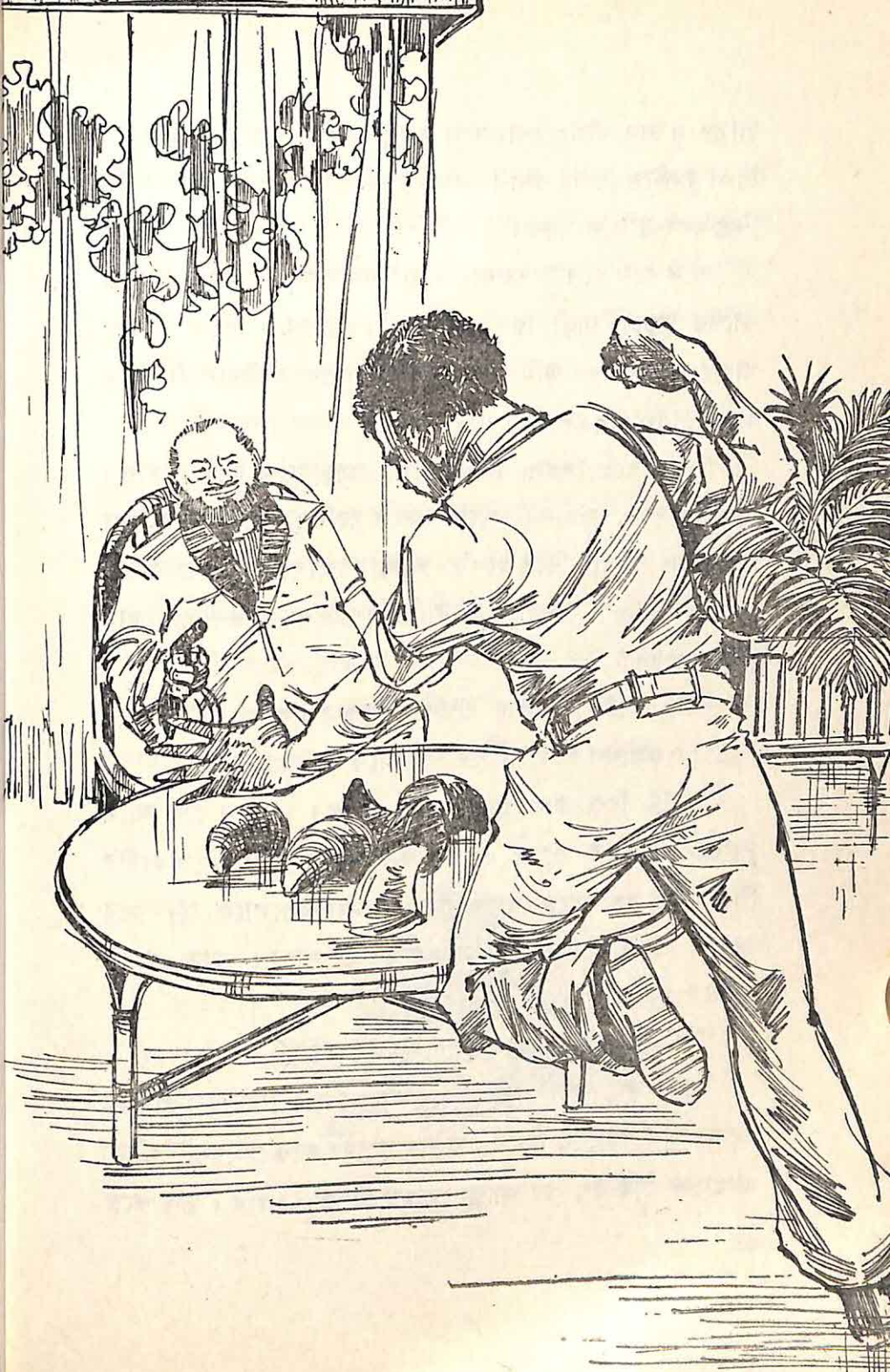
রাত্তির ন'টায় মীটিং হবার কথা আছে। আর কালই ওদের পুরো টাকা মিটিয়ে দেবার কথা। কাজেই আপনি টাকা না দিলে আমি কিন্তু খুবই মুস্কিলে পড়ব।"

ছাতে বসে বসে উত্তেজনায় ধানাইর বুক কাঁপছে। কাল মিটিং! কাছের ভুতুড়ে বাড়ীটায়। পুরোদলটা থাকবে। এবার নিয়োগ মামাকে বললেই উনি বনবিভাগের সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী দিয়ে জায়গাটা ঘিরিয়ে দেবেন।

নীচের ঘরে দেখল, দাড়িওয়ালা ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দাঁড়াল। "কথাটা বলি, ফুকান। আমি ভেবে দেখি। পোচারদের কাল কিছু টাকা তোমায় দিতে হবে। আচ্ছা! আপাতত, তিনটের দাম তোমায় দিচ্ছি। শেষ খাঁড়াটা এনে দিলে বাকিগুলোর দাম পেয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে!" কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফুকান বললে। "কালকের মিটিংএর ফলাফল মাঝ রাত্তিরে আপনাকে জানিয়ে যাব।"

"আমি কিন্তু কাল ছুপুরে চলে যাচ্ছি। এখানে তো আমি ট্যুরিষ্ট। কাজেই কোন একটা কনডাকক্টেড ট্যুর নিয়ে হাতীর পিঠে চেপে যত আজে বাজে জন্তু জানোয়ারগুলোকে 'হাঁ' করে দেখতে হবে। তা না'হলে সন্দেহ করতে পারে। ভাত খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।"

"তা'লে আমি কি করে পোচারদের সিদ্ধান্তের কথা জানাব?"

"ওহ্, হো! কথাটা তুমি ধরতে পারলে না। যেন তেন প্রকারে ওদের 'হ্যাঁ' করাতেই হবে। অর্ডার পুরণের জন্যে আরেকটা খাঁড়া আমাদের চাই-ই। এর ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। তার জন্যে

দরকার হোলে তুমি নিজেই গণ্ডার মারবে।"

বলতে বলতে লোকটা হাসল। "দেখ ফুকান, তোমার অন্য কোন উপায় নেই। আজ পনেরই। পঁচিশ তারিখে আমি ছদ্মবেশে আসব। কাজেই দশদিন পর তুমি ছ'নম্বর খঁাড়াটা নিয়ে আমার কাছে আসবে। অন্যথা পোচারদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগের খবরটা অধিকর্তাদের কাণে তুলে দেব।"

দাড়িওয়ালা একটা ব্রিফকেস খুলে কতকগুলো নোটের তাড়া বের করলে। ফূকানের হাতে দিলে। যত্নসহকারে ফুকান গুণে নিলে। যে ব্যাগে করে খঁাড়াগুলো এনেছিল, সেই ব্যাগেই টাকা রেখে বন্ধ করে ফুকান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হাঁটার ধরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, বেচারী খুবই চিন্তিত।

ধানাই আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বসে রইল। তারপর সরাৎ করে একেবারে ছাতের কিনারে এসে গেল। ধারটা ধরে আস্তে আস্তে ঝুলে পড়ে ধপ্ করে মাটীতে নেমে পড়ল।

## বাধা পড়ল

ধানাই বেশী সময় নষ্ট করলে না। মাখনীর পিঠেই আবার জোন্টি আর বুবুলের সঙ্গে মিলিত হোল।

"এক্ষুনি আমাদের নিয়োগ মামার কাছে যেতে হবে," ব্যগ্রভাবে বললে ধানাই। "যা দেখলুম শুনলুম যেতে যেতে বলব।"

মাখনীকে এগোতে বলে, ধানাই ছাতের অভিজ্ঞতা যথা সম্ভব সংক্ষেপে বলে দিলে। যমজ ভাই দু'টী খুশীতে ঝল্‌মল্‌ করে উঠল।

"নিয়োগ মামা খুব খুসী হবেন। কোন একটা ফাঁদ পেতে ওদের সবাইকে ধরে ফেলব। এত সোজায় যে হবে, ভাবতেই পারি নি।"

"ডিম ফোটার আগেই বাচ্চা গুনো না," জোন্টি সাবধান করে দিলে বুবুলকে। "আমরা এখনও ওদের ধরতে পারি নি। খুব সাবধানে সব প্ল্যান করতে হবে।"

"ওহ! এখন আর কি ক্ষতি হবে!" ধানাই বললে। "ফুকান বা পোচাররা কেউ-ই জানে না, আমরা ওদের ধরতে চলছি। আর ঐ বোস লোকটাকে নিয়োগ মামা যা হোক একটা ফিকিরে আটকে দেবে।"

মিষ্টার নিয়োগের বাড়ীর খানিকটা দূরে মাখনীকে থামিয়ে হাঁটতে লাগল ওরা। গেট দিয়ে সুরুৎ করে উঠনে ঢুকে পড়ল। তারপর পেছন দিক থেকে বাড়ীতে এলো।

ধানাই দরজায় ধাক্কা দিয়ে ব্যগ্রভাবে বললে। "নিয়োগ মামা, নিয়োগ মামা! ওঠ। আমরা—ধানাই, বুবুল আর জোন্টি। জরুরী খবর আছে, উঠে পড়।"

পেছনের উঠনে আলো জ্বলে উঠল। মিসেস্ নিয়োগ বারান্দায় এলেন। দরজার ছিট্‌কিনি খুললেন।

"এত রাত্তিরে তোমরা এখানে কি করছ?" জিজ্ঞেস করলেন। "মামী! নিয়োগ মামার সঙ্গে আমাদের এখুনি কথা বলতে হবে। বিশেষ জরুরী। দয়া করে ওঁকে একটু উঠিয়ে দাও না?" "কিন্তু... কিন্তু, উনি তো এখানে নেই। ঘন্টা তিনেক আগেই গৌহাটী রওনা হয়ে গেছেন।"

ছেলেরা এতই হকচকিয়ে গেল, মুখ দিয়ে আর একটাও কথা সরলো না।

"আজই সন্ধ্যেবেলায় উনি গৌহাটী গেছেন। জরুরী কাজে। কবে ফিরবেন তা বলে যান নি।"

"কি সর্বনাশ!" নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠল ধানাই। "আমরা কি করব এখন?" অস্পষ্ট স্বরে বুবুল বললে।

জোন্টি যাহোক নিজেকে শান্ত রেখেছিল। "ঠিক আছে, অন্য উপায় বের করব। এমন ভাব করোনা যেন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে।"

"হ্যাঁ, ভাল কথা।" মিসেস্ নিয়োগ বললেন, "বেরোবার আগে তোদের মামা তোদের কথাই বলছিলেন। খুলে বলেননি অবিশ্যি, তবে বলছিলেন ওঁনার অনুপস্থিতিতে হেড রেঞ্জার ফুকানই দেখা শোনা করবে। দরকার হোলে তোরা ওর কাছে যেতে পারিস্।"

ধানাই কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় জোন্টি ইশারায় থামিয়ে দিলে।

"ঠিক আছে মামী। নিয়োগ মামা ফেরা অবধি আমরা অপেক্ষা করে থাকবো," জোন্টি কথাগুলো হড়বড় করে বললে। "আচ্ছা, একটা উপকার করবে মামী? কথাটা হোল এত রাত্তিরে আমরা যে নিয়োগ মামার খোঁজে এসেছিলুম একথা কাউকে বলো না যেন। এমনকি হেডরেঞ্জার ফুকানকেও না। আমাদের কথা দাও।"

ছেলে তিনটের গাম্ভীর্য্য দেখে অন্য কেউ হলে হয়তো হেসে ফেলত। মিসেস নিয়োগ কিন্তু এদের বেশ ভাল করেই জানতেন। নিশ্চয় খুবই দরকারে পড়ে ওরা এত রাত্তিরে এসেছে। "কথা দিলাম," গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন উনি। "আরেকটা অনুরোধ মামী। কাল ভোরে নিয়োগমামাকে একবার ফোন করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে বলে দিও, লক্ষ্মীটি।"

"ঠিক আছে। গৌহাটীতে তো উনি ওঁর ভাইয়ের কাছেই থাকেন সাধারণত। খুবই ব্যস্ত থাকবেন অবিশ্যি। কাজেই ওখানে ধরতে পারব বলে মনে হয় না। যাইহোক, কথা দিচ্ছি, চেষ্টা করে দেখব নিশ্চয়। হ্যাঁ রে, একটু দুধ খেয়ে যা না তোরা?"

ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা চলে গেল। গাঁয়ে ফেরা ছাড়া আর কোন গতিই নেই। চুপচাপ ফিরতে লাগল। সোজা গিয়ে মাচায় চড়ে বসে আলোচনা শুরু করে দিলে।

"মনে হচ্ছে কোন আশা নেই," দুঃখিত ভাবে বুবুল বললে। "পোচারদের সঙ্গে মোকাবিলা করা আমাদের কম্ম নয়।"

"যা বলেছিস্," ধানাই সায় দিল। "নিয়োগমামা বেছে বেছে

খুব ভাল সময়ই কাজীরাঙ্গার বাইরে গেছেন।"

জোন্টি কিন্তু ওদের মত ঠিক এতটা মুষড়ে পড়েনি। "তোমরা দু'টোতে এমন ভাবে কথা বলছিস যেন সব শেষ। তা নয়। এখনও পর্য্যন্ত আমরা মোটামুটি ভালই করে এসেছি। এবার আমাদের ভাল করে প্ল্যান করতে হবে। আমাদের হাতে এখন ঠিক্‌ঠিক্ খবর আছে। অন্ধকারে আর হাতড়ে বেড়াতে হবে না।"

"আমরা খালি বক্ বক্ আর জল্পনা-কল্পনাই করে যাব," তেতো স্বরে ধানাই বললে।

"শুধু এ-ই নয়," জোন্টি জোর দিয়ে বললে। "আমরা কি করব সেই কথাই বলছি। আমরা আরো খবরাখবর যোগাড় করতে থাকি। কাল রাত্তিরে মিটিংটা দেখব। আর তাতে করে কারা পোচার আর ওদের প্ল্যান সব জেনে ফেলব।"

"আমরা আমাদের বাবামাদের বলে, গাঁয়ের লোকজন নিয়ে একটা বাহিনী গড়ে তুলি না কেন?" তারপর ঐ বাড়ীটাকে ঘেরাও করে পোচারদের ধরে ফেলব, বুবুল বুদ্ধি দিলে। "সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না," জোন্টি বললে। "প্রথমতঃ, গাঁয়ের লোকদের যে আমরা বোকা বানাচ্ছি না, সে সম্বন্ধে ওদের অনেক বোঝাতে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ, যত বেশী লোক জানবে ততই বেশী খবর ছড়াবার ভয় থাকবে। পোচাররাও সাবধান হয়ে যাবে।"

"তা সত্যি!" বুবুল সায় দিলে।

"আমাদের প্রথম কাজ, নিয়োগমামা না ফেরা অবধি ঐ বোস্ লোকটাকে আটকে রাখা। ও চলে গেলে পাঁচ পাঁচটা খাঁড়াও যাবে। নিয়োগমামার অনুপস্থিতিতে পুলিশ আমাদের সাহায্য

করবে না। কাজেই, যে কোন উপায়ে আমাদেরই, ঐ লোকটাকে আটকাতে হবে।”

“আমরা আটকাব! কি করে?”

“সেটাই আমাদের ভেবে চিন্তে বের করতে হবে। ধানাই, দেখ, এমন ভাবে আটকাতে হবে, মনে হবে যেন কোন একটা দুর্ঘটনাক্রমেই লোকটা আটকে পড়েছে। এমনকি পুলিশও যদি কোন পূর্বঘটনা বা অন্য কিছু কারণ দেখিয়ে হঠাৎ বোস্‌কে আটকে দেয় তো ফুকান সাবধান হয়ে যাবে। আর পোচারদের মীটিংও বন্ধ করে দেবে।”

কিছুক্ষণ ভেবে ধানাই বললে, “বোসের কথামত, কাল সকালে হাতীর পিঠে কণ্ডাকটেড ট্যুরে সে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন যদি আমি গিয়ে বাবাকে বলি আর তিনি বোসকে নিজের হাতীর পিঠে নিয়ে কোন দুর্ঘটনা বা ঐ জাতীয় কিছুতে ফাঁসিয়ে দেন?” “না, তা কি করে হয়! একটা হাওদায় তিনজন করে ট্যুরিষ্ট বসে। বোসের কয়েকটা হাড় গোড় ভাঙলে আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু, অন্য নিরপরাধ ট্যুরিষ্টদের তো আমরা কোন ক্ষতি হতে দিতে পারি না।” জোন্টি বললে।

“আচ্ছা! খাবারের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে ওকে এমন অসুস্থ করে দিলে হয় না, যাতে হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে হয়।” বুবুল একটা উপায় বাতলালে।

“ঠিক বলেছিস্!” সশব্দে উরু চাপড়ে জোন্টি বলে উঠল। “বলে যা বুবুল।”

“বেশ!” বুবুল বলতে লাগল, “আমার যা মনে আসছে তাই

বলে যাচ্ছি কিন্তু, খেয়াল রাখিস্! মনে আছে, আমরা একবার আশপাশেরই ঝোপঝাড় থেকে পেড়ে কালোজামের কতকগুলো কি খেয়েছিলুম? একটা কি দু'টো খেয়েছিলুম মাত্র আর তাতেই কয়েকঘণ্টা কুপোকাৎ। এক থলে সেই জাম পেড়ে থেঁতো করে রস বের করিনা কেন? তারপর সুযোগ সুবিধে বুঝে বোসের খাবারে কড়া ডোজে মিশিয়ে দেব। ঠিকমত দিতে পারলে এতেই বাছাধন হাসপাতালে চলে যাবে।" "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল।" পরামর্শটা ধানাইর মনে ধরেছে। "খুব ভাল কথা!" জোন্টিও সায় দিলে। "মাত্রা না ছাড়ায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু। রসের মাত্রা বেশী হলে মারাত্মক হ'তে পারে।"

"তা নয়," বুবুল বললে। "আমাদের অসুখের সময় আমি গাঁয়ের বদ্যিকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। তাইতে উনি বলেছিলেন, খুব বেশী হলে পেট খারাপ বা মাথা ঘোরা ঘোরা ভাব থাকতে পারে।"

"আটচল্লিশ ঘণ্টা শুইয়ে রাখতে পারলে, আমাদের কাজ হয়ে যাবে। তাছাড়া সন্ধ্যেবেলায় গুপ্তচরগিরি করে তো আমরা পোচার-দের দেখেই ফেলব।"

# বেয়ারা ভূত দেখল

ভোর চারটে। উর্দি পরা এক বেয়ারা বোসকে ঘুম থেকে তুললো। গজগজ করতে করতে উঠে বসল। কারণ বোসবাবুর বেলা অবধি ঘুমনো অভ্যেস। সারা ট্যুরটাতেই মেজাজ বিগড়ে রইল। জন্তু জানোয়ারের আনাগোনা ওর মনে কিছুই সাড়া জাগাল না। একটা আনন্দউচ্ছল গণ্ডার ছানাকে মায়ের সঙ্গে খুনসুটি করতে দেখেও বোসের ঠোঁটের কোনায় বিন্দুমাত্রও হাসি ফুটলো না। ঘন গাছের ফাঁকে দেখা গেল, একটা চিতাবাঘ হেঁটে যাচ্ছে। সচরাচর এ দৃশ্য চোখে পড়ে না। ভ্রমণ-অভিযানের সব ট্যুরিষ্টই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বোসবাবু কিন্তু সে-ই ব্যাজার মুখেই রইল বসে। শুধুমাত্র অভিযান শেষেই ওঁকে বেশ খুশী খুশী মনে হোল। এবার সবাই ল'জে ফিরবে।

বোসবাবু নিজের ঘরে বসেই খাচ্ছিল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল অন্যদের সঙ্গ সে এড়াতে চায়। স্নান সেরে বোস বেয়ারাকে ডেকে খাবারের সঙ্গে বিলটাও একেবারে আনতে বলে দিলে। আগে থেকেই বিল ঠিকঠাক করে রাখতে চাইছিল। যাতে করে খেয়ে উঠেই গাড়ী চড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে।

বেয়ারা পুরণো বাড়ীতে গিয়ে অ্যাকাউণ্টেট বাবুকে বিল তৈরী করতে বললে। অ্যাকাউণ্টেট বাবুও যোগটোগ করে বিল তৈরী

করতে লাগল। ইত্যবসরে বেয়ারাটি বোসের খাবার-দাবার সাজাতে রান্নাঘরে এলো। ধানাই যে অ্যাকাউন্টেট্‌ বাবুর কাউন্টারের পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা সব শুনছিল বেয়ারা তা লক্ষ্যই করেনি। সাদা ন্যাপকিনে ঢাকা ট্রে হাতে সে আবার অ্যাকাউন্টেট্‌ বাবুর কাছে ফিরে এলো। অ্যাকাউন্টেট্‌ বাবুর হাত থেকে বিলটা নিয়ে নিজের পকেটে রেখে, নতুন বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

লাউঞ্জের এককোণায় বুবুল আর জোণ্টি বসেছিল। ধানাই সোজা এদের কাছে এসে দাঁড়াল। আর তখুনি ওরা কাজে নেমে পড়ল।

বেয়ারা নতুন বাড়ীর টানাবারান্দা ধরে এগিয়ে চলেছে। দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে সে পেছন ফিরে দেখল। একটা ছেলে দৌড়তে দৌড়তে ওর-ই দিকে আসছে। ছেলেটি এক দৌড়ে ওর কাছে এসে বললে, "অ্যাকাউন্টেট্‌ সাহেব যে বিলটা তোমায় এখুনি দিলেন, ওতে একটু গণ্ডগোল রয়েছে। তাই উনি তোমায় একবার ডাকছেন।"

"কি ঝামেলা!" গজগজ করলে, "এই ট্রে বয়ে এতটা পথ আবার ফিরতে হবে!"

"আমায় দাও না!" ছেলেটি বললে। এ বুবুল। "তুমি না ফেরা অবধি ধরে দাঁড়িয়ে থাকব।" বেয়ারার উত্তরের জন্যে বুবুল উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

বুড়োমত লোকটা বুবুলের হাতে ট্রে ধরিয়ে দিতে দিতে বললে, "আমি যাব আর আসব। তুই এখানেই দাঁড়া।" বুবুল

যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

বেয়ারা পুরণো বাড়ীতে ফিরে গেল। বাড়ীতে ঢুকতে যাবে এমন সময় থমকে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য কিছু দেখে চোখ রগড়ে পরিষ্কার করে নিলে। এখানে আসার আগে এই ছেলেটার হাতেই না ও ট্রে দিয়ে এসেছিল।

এই ছেলেটি আসলে জোন্টি। গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বুবুল আর জোন্টি এক রকম দেখতে। কিন্তু বেয়ারা তো আর তা জানে না!

"এই ছোঁড়া! ট্রে কোথায়?" বেয়ারা চেঁচিয়ে উঠল।

"ট্রে? কি ট্রে?" অবাক্ গলায় জোন্টি জিজ্ঞেস করল।

"কেন? যে ট্রেটা তোর হাতে দিয়ে এলুম!"

জোন্টি কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বেয়ারার দিকে তাকাল। "কি বলছ তুমি? কিছুই তো বুঝছি না!"

বেয়ারাটির বিশেষ বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল না। তবুও সে ভেবে দেখল, যে ছেলেটা নতুন বাড়ীতে ওর কাছ থেকে ট্রে নিলে, এক মিনিটের মধ্যে পুরণো বাড়ীতে আসা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। মাথা চুলকোতে চুলকোতে এদিক ওদিক তাকিয়ে নতুন বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করলে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঢুকল। ট্রে হাতে ছেলেটিকে দেখতে না পেয়ে দৌড়ে গেল। ছেলেটা পালিয়েছে। টানাবারান্দার টেবিলে কিন্তু ট্রেটা রয়েছে। বেয়ারা কাপড়ের ঢাকাটা সরিয়ে দেখলে খাবার দাবার সব ঠিকমত আছে কিনা! খাবার যেমনটি রাখা ছিল ঠিক তেমনটিই রয়েছে।
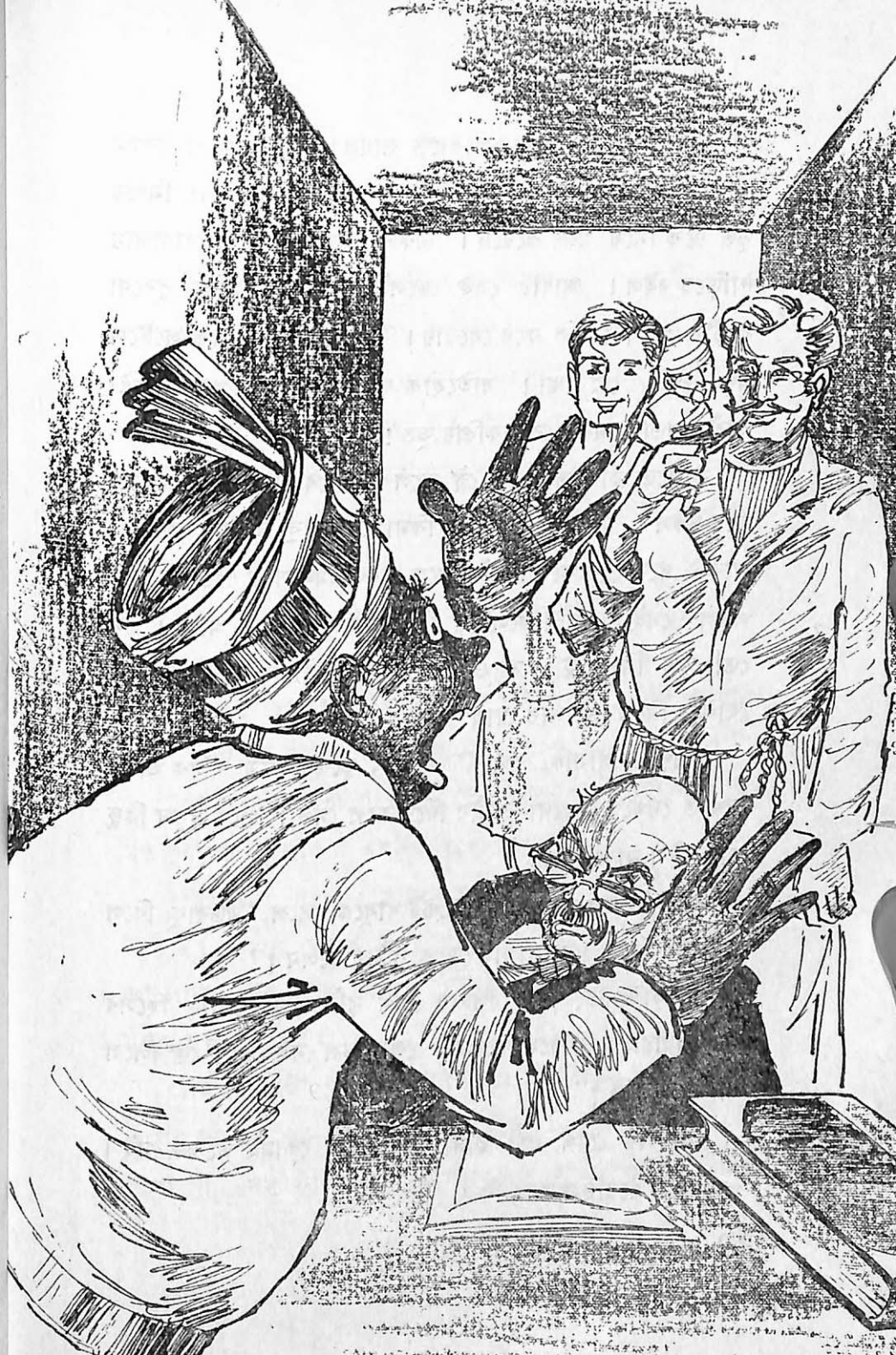
বেয়ারা আবার মাথা চুলকোতে লাগল। মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় ভয় ভাব। এ নিশ্চয় কোন ভূতের ছলনা। হ্যাঁ, নিশ্চয় ভূত ওকে নিয়ে মজা করেছে। একটা ছেলে ট্রে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। আবার সেই ছেলেটাই মুহূর্তের মধ্যে পুরণো বাড়ীর গেট দিয়ে কি করে বেরোয়। আসলে কোন ছেলেটেলে নয়—ভূত। প্রেতাত্মা! যাইহোক তবু ভগবানের কৃপায় অনিষ্ট-কারী প্রেতাত্মা নয়—কৌতুকপ্রিয় ভূত!

কাঁপতে কাঁপতে হাতে ট্রে তুলে নিয়ে বেয়ারা মিষ্টার বোসের ঘরে ঢুকল। বিল সঙ্গে আছে কিনা বোসবাবু জিজ্ঞেস করলে। পকেট থেকে বের করে বিলটা দিতে যাবে এমন সময় বেয়ারার মনে পড়ল—সেই ছেলেটা বলেছিল বিলে নাকি গণ্ডগোল আছে। সে তো ভূত নিশ্চয়-ই। তবুও, আরেকবার অ্যাকাউন্টেট্ বাবুকে দেখিয়ে নিতে তো আর দোষ নেই!

"এখুনি আসছি, স্যর!" বলেই, ভূতের ভয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে পুরণো বাড়ীর দিকে চলে গেল। পথে নতুন কিছু আর ঘটল না যা'হোক।

একটু ইতস্তত করে অ্যাকাউন্টেট বাবুকে বললে, "বড়বাবু, বিলে গণ্ডগোল আছে বলে আমায় ডেকে পঠিয়েছিলেন?"

অ্যাকাউন্টেট্ বাবু বিলটায় চোখ বুলিয়ে তাড়াতাড়ি হিসেব করে বেয়ারাকে ফিরিয়ে দিলেন। কোন ভুল নেই তো! কে বললে আমি ডেকেছি?"

বেয়ারার চোখ তো ছানাবড়া। আর কোনই সন্দেহ নেই। ওকে ভুতে ধরেছিল আর কি!

"ভূ...ভূ...ভূত, বড়বাবু ভূত!" তোৎলাতে লাগল, "হ্যাঁ, বড়বাবু! কালো, কুচ্ছিত; বীভৎস চেহারা। গোল গোল বড় বড় চোখ, দাঁতগুলো বেরনো।"

"ভূত, ভূত করে কি বলাবলি করছ তোমরা?" কাছেই চেয়ারে বসা এক ট্যুরিষ্ট ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

"এখানে এখুনি ভূত দেখেছে বিমল," অ্যাকাউন্টেট বাবু সবিস্তারে বললেন, "ইয়া লম্বা বাঁকা বাঁকা পা।"

"হাত ছ'টো লক্ষ্য করেছিলে, বড় বড় নোখ?" আরেকজন ট্যুরিষ্ট জিজ্ঞেস করলেন। ভূতের কথা বলাবলি করতে শুনে তাঁর মনটা এদিকেই এলো।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। কালো, কাদার মত নোংরা বাঁকা বাঁকা নখ। ফুট খানেক লম্বা তো হবেই।"

"যা ভেবেছিলুম!" বিজ্ঞ ট্যুরিষ্ট বাবুটি বললেন, "এই শয়তান-গুলো নোক চুল কাটার সময় পায় না। চুলগুলোও বড় বড়?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চুল তো প্রায় মাটী ছোঁয় আর কি! আর শয়তানের মত কুচকুচে কালোও। একটুও মিথ্যে নয়!"

ইতিমধ্যে, বেয়ারার চারপাশে বেশ বড় সড় জটলা গড়ে উঠেছে। ভূতের স্বভাব আর গতিবিধি নিয়ে বেশ মুখরোচক আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সবাই নানা রকম ব্যাখ্যা আর মন্তব্য করতে লাগল।

প্রায় আধঘন্টা পর হঠাৎ বেয়ারার মনে পড়ল—মিষ্টার বোস বিলের জন্যে এখনও অপেক্ষা করে রয়েছেন। কিন্তু, ভয়ে বেচারীর হাত পা এখন কাঁপছে। একলা যেতে সাহস কুলোচ্ছে না।

তাই আরেকজন বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে বিমল নতুন বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

ঘরে পা দিয়েই আঁতকে উঠলো। মিষ্টার বোস খাটের ওপর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে। মুখ দিয়ে ফেনা ফেনা বেরোচ্ছে আর মানুষটা গোঙাচ্ছে।

"ভূতে পেয়েছে!" কাঁপা কাঁপা গলায় বেয়ারা বললে। "তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকো!"

"তার চেয়ে ওঝা ডাকি না!" অপর বেয়ারাটা বললে। "ভূতেই যদি পেয়ে থাকে, তবে তো ডাক্তারের চেয়ে ওঝাই ডাকতে হবে।"

"উফ্‌! যাকে হোক ডাক।" বিমল বললে।

সুতরাং একজন ডাক্তার সমেত সবাইকে ডেকে জড় করা হোল। ডাক্তার বাবু তো এক ফুৎকারে ভূতের গপ্পো উড়িয়ে দিলেন। তাঁর মতে, ফুড পয়েজনিং—খাদ্যে বিষক্রিয়া। অজ্ঞান অবস্থায় মিষ্টার বোসকে স্থানীয় ডাক্তারখানায় ভর্ত্তি করা হোল। যা খেয়েছিল, পাম্প করে সব বের করে দিল।

ছেলে তিনটি একটা ঝোপের পেছন থেকে নতুন বাড়ীর ঘটনা উপভোগ করছিল। জোণ্টি আর বুবুল লুকিয়েই রইল। ধানাই খবরাখবর করতে ডাক্তারখানায় গেল। গিয়ে, সে তো অবাক্! মিষ্টার বোসের চেয়ে সবাই এখানে কালোকুচ্ছিৎ বীভৎস ভূতের আলোচনাতেই মশগুল।

ডাক্তার বাবু ফুড পয়েজনিং-র কারণ এখনও নির্ণয় করে উঠতে পারেননি। তবে মিষ্টার বোসকে যে নিদেনপক্ষে পুরো একটা

দিন শুয়ে থাকতে হবে, সে কথা ডাক্তার বাবু জানিয়ে দিয়েছেন। ধানাই বন্ধুদের কাছে ফিরে এলো।

"তোরা দু'টোই, ভূত!" যমজ ভাই দু'টীকে ধানাই বললে। তারা তো হতভম্ব।

"ভূত?"

"হ্যাঁ, ভূত। কদাকার চেহারা, লম্বালম্বা নোংরা নখওয়ালা ভূত। বেয়ারা আর অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা ভূতই এই দুর্ঘটনার কারণ।" যমজ ভ্রাতৃদ্বয় আনন্দে নেচে উঠল।

"বোস বাবুর কি খবর?" বুবুল জিজ্ঞেস করলে।

"কাল অবধি অন্তত শুয়ে পড়ে থাকতে হবে। খুব জ্বর আর পেট নাবাচ্ছে।"

যমজ ভাইরা খুশীতে ঝলমল করে উঠল। এই প্রথম ওরা শত্রুর ওপর আঘাত হানলে।

"চল্? আমরা এবার নিয়োগ মামার সঙ্গে দেখা করি গিয়ে। হয়তো উনি নিয়োগ মামার সঙ্গে কিছু যোগাযোগ করতে পেরেছেন," জোন্টি বললে।

ছেলের দল মিষ্টার নিয়োগের বাড়ীর পথ ধরলো।

# হঠাৎ দুর্বিপাক

কথামত মিসেস্ নিয়োগ ভোরবেলায় গৌহাটীতে ট্রাঙ্ককল করে-ছিলেন। ততক্ষণে মিষ্টার নিয়োগ জঙ্গলের মুখ্য তত্বাবধায়কের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে ভাইয়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। মিসেস্ নিয়োগ তারপর মুখ্য তত্বাবধায়কের অফিসে যোগাযোগ করেছিলেন। আর সেখান থেকেই উনি জানতে পেরেছিলেন, তাঁর স্বামী আর মুখ্য তত্বাবধায়ক এক জরুরী পরামর্শ করতে রাজধানী দিস্‌পুর রওনা হয়ে গেছেন।

মিসেস্ নিয়োগ দিস্‌পুরের এমন কাউকেই জানতেন না, যার মাধ্যমে স্বামীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কাজেই মিষ্টার নিয়োগের ভাইয়ের বাড়ীতেই আবার ফোন করে বলে রাখলেন—উনি ফিরেই যেন এখানে ফোন করেন। তৃতীয় দূরপাল্লার ফোন নামিয়ে রাখা মাত্রই ছেলের দল পৌঁছল। উৎসাহে ঝলমল করছে ওরা। নিয়োগ মামার সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করতে পারা যায়নি শুনেও ওরা মিইয়ে গেল না।

এই ছেলে তিনটি যে বনবিভাগের কাজে জড়িত সে সম্বন্ধে তাঁর স্বামী তাঁকে যথেষ্ট আভাস ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অবিশ্যি কাজটা যে ঠিক কি সে কথা মিষ্টার নিয়োগ বলেন নি কখনো। তবে, এটা যে ফিলহালের পোচারদের গণ্ডার মারা সংক্রান্ত তা মিসেস্

নিয়োগ কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। চোখে মুখে বিজয়ীর দীপ্তি থেকে উনি বুঝে নিলেন, ওরা একটা কিছু করতে পেরেছে।

মিসেস নিয়োগের ভাত খাওয়ার আমন্ত্রণে ছেলেগুলো রাজি হোল না। শুধু কেক বিস্কুট খেলো। মিষ্টার নিয়োগ যদি ফোন করেন বা সন্ধ্যায় ফেরেন তো, তাঁকে কিছু বলতে হবে কি না মিসেস্ নিয়োগ জিজ্ঞেস করলেন।

"ফোন করলে বলো, রাজধানীতে যতই জরুরী কাজ থাকুক না কেন, এখুনি যেন ফিরে আসেন।" জোন্টি বললে। "যদি আজ রাত্তির আটটার মধ্যে ফেরেন তো তখুনি যেন অতি অবিশ্যি গাঁয়ে গিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। আর যদি রাত্তির আটটার পর আসেন তাহলে বিশ্বাসী সশস্ত্র পাহারাদার নিয়ে চুপিসারে ভূতুড়ে বাড়ীটা যেন ঘিরে ফেলেন। বাড়ীটা নিয়োগমামা চেনেন। এই কথাই বলতে হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, নিয়োগমামা ছাড়া এ কথা কিন্তু আর কাউকে বলো না।"

"আমায় আরেকটু খুলে বল্ না, বাবা! তোরা তিনটে কিসের পেছনে ছুটছিস্?"

"কিছু মনে করো না মামী! নিয়োগমামার বারণ আছে। শিগগীরিই সব জানতে পারবে। মনে আছে তো? আটটার আগে হলে গাঁয়ে আর তারপরে হোলে ভূতুড়ে বাড়ী—ভুল না কিন্তু!"

ওরা চলে গেল। মিসেস নিয়োগ শুয়ে একটু আরাম করতে চাইলেন। উদ্বেগের রেখা কিন্তু কপালে রয়েই গেল। ছেলে তিনটে সাহসী বুদ্ধিমান ঠিকই, তবুও ছেলেমানুষ বইতো নয়। ওদের কোন ক্ষতি হলে উনি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেন না।

ওনার স্বামী যদি আরো একটু খুলে বলে রাখতেন!

স্বভাবতই ছেলেদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে বলা হয়েছে। মিসেস্ নিয়োগকে ওরা ভাল করেই চিনতো, পুরোপুরি বিশ্বাসও করতো। তবুও বিন্দুবিসর্গও বললো না। তাঁর স্বামীকে জানাবার খবরটুকুই ওরা রেখে গেল—আটটার আগে গাঁয়ে আর আটটার পরে ভূতুড়ে বাড়ী।

হাতের বইখানায় মন সংযোগ করতে চেষ্টা করলেন মিসেস্ নিয়োগ। কিন্তু তাঁর মন বই থেকে উড়ে গেল ছেলেদের কাছে। আটটার আগে গাঁ আর আটটার পর ভূতুড়ে বাড়ী। আটটার আগে কেন? ওরা কি তবে অন্য কোথাও যাবার পরিকল্পনা করছে? কিন্তু কোথায়?

ছেলেদের কথাগুলো দ্রুত ওর মনের মধ্যে ভেসে উঠল। ভূতুড়ে বাড়ী,......সশস্ত্র রক্ষী। ও, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ছেলেগুলো আটটার পর ঐ ভূতুড়ে বাড়ীতেই যাবার পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু কেন? গণ্ডার মেরেছিল পোচাররা। পোচাররা......ভূতুড়ে বাড়ী......

খাট থেকে লাফিয়ে উঠে পড়লেন মিসেস্ নিয়োগ, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। ছেলেরা তাহলে ভূতুড়ে বাড়ীতেই যাচ্ছে। আশা করেছে পোচারদের ওখানেই পাবে। ঐ নির্দয় লোকগুলোর বিরুদ্ধে তিনটি মাত্র ছেলে। সাংঘাতিক ব্যাপার!

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। মিসেস্ নিয়োগ কথা দিয়েছিলেন নিজের স্বামীকে ছাড়া আর কাউকেই ঐ কথাগুলো বলবেন না। কিন্তু কথা রাখা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন

নেই। ছেলেদের মঙ্গল কামনাই অন্য সকল ভাবনা চিন্তা ছাপিয়ে উঠল। ফুকানের ওপরই সব ভার এখন। তাঁর স্বামী এখন বাইরে গেছেন। কাজেই ওনার পক্ষে ফুকানকেই ডেকে পাঠান অবশ্য কর্তব্য। যে কোন উপায়ে ভূতড়ে বাড়ীতে যাওয়া রুখতেই হবে বা নিদেনপক্ষে কয়েকজন রেঞ্জার আর পাহারাদারও ছেলেগুলোর সঙ্গে যেতে পারবে।

তাড়াতাড়ি ফুকানকে ডেকে আনতে বাড়ীর ছোকরা চাকরটাকে অফিসে পাঠালেন।

মিনিট পনের পরেই ফুকান এল। ছেলেদের কথাবার্ত্তা শুনে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

"ওদের রুখতেই হবে তোমাকে!" মিসেস্ নিয়োগ জোর দিয়ে বললেন, "ওদের বেশী জেদ করতে দেখলে, তুমিই না হয় জনকয়েক সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে সঙ্গে যাও।"

"এ ব্যাপারে ওদের নাক গলাতে দিতে আপনার স্বামীকে অনেকবার বারণ করেছিলুম। কিন্তু উনি তো আমার কথা শুনলেন না। এখন, এই ছেলেগুলোর কিছু হ'লে আপনার স্বামীই সম্পূর্ণ দায়ী হবেন। এ কথা আপনি বুঝতে পারছেন তো!"

"আমি ছেলেদের কথাই ভাবছি। আমার স্বামীর জন্য চিন্তিত নই।"

"বেশ, ভাল কথা! আপনি কিছু চিন্তা করবেন না মিসেস্ নিয়োগ। আমরা যা হোক কিছু করবোই। হ্যাঁ, আমাদের একটা কিছু করতেই হবে।"

বিদায় নেবার সময় ফুকান চেষ্টা করে মুখে হাসি ফোটাল।

বাড়ী থেকে বেরিয়েই কিন্তু মুখখানা থম্‌থমে হয়ে গেল। নানারকম চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। আজ সন্ধ্যের মীটিং-এর কথা ছোঁড়াগুলো জানল কি করে? কোন পোচার কি বিশ্বাসঘাতকতা করলো? তাই যদি হয়, এই বাচ্চা ছেলেদের কাছে সে যাবে কেন? যুক্তির দিক দিয়ে ভাবতে গেলে মিষ্টার নিয়োগের কাছেই যাওয়া উচিত ছিল। এই ধাঁধার কোন উত্তর সে পেল না। একটা ব্যাপার কিন্তু বেশ পরিষ্কার। ছোঁড়াগুলো যদি আজকের সান্ধ্য মীটিং, জায়গা, সময়, সব জেনে গিয়ে থাকে, তো নিশ্চয় ওর নিজের কি ভূমিকা তাও তারা জেনে ফেলেছে। এই থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ছেলের দল সাহায্যের জন্যে ওর কাছে কেন আসেনি।

রাগে, ভয়ে ফুকানের মুখখানা শয়তানের মুখোসে পরিণত হোল। এখন আর কোন উপায় নেই। ওদের ধরতেই হবে। আর ওর মুখোসটা সবার সামনে খুলে দেবার আগেই ওদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে।

● ● ●

ওদিকে তিনটি ছেলে নৈশ পর্যটনের পরিকল্পনায় ব্যস্ত। ওরা কিন্তু জানতো না মিসেস্ নিয়োগ ভুলবশতঃ সমস্ত পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য বেশীর ভাগ পরিকল্পনাই জোন্টির।

"বাংলোর পথ তো আমাদের জানা," জোন্টি ওদের বললে। "আমরা যে পোচারদের আড্ডা জেনে গেছি তা ওরা জানেই না। তবুও কিন্তু আমাদের বেশ সাবধান হতে হবে। আমরা মোটামুটি এইভাবে এগোব—বাংলো থেকে প্রায় শ'তিনেক গজ দূরে মাখনীকে রাখব। আমরা হেঁটে বাংলোর কাছাকাছি যাব। তারপর তিনজনে

তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে যাব। পোচারদের ধরার চেষ্টা ইত্যাদি করে, আমরা কিন্তু কোন বীরত্ব দেখাতে যাব না। চুপচাপ দেখেশুনে যতটা সম্ভব ওদের কথাবার্ত্তাগুলো গিলতে হবে আমাদের। বিশেষ করে ওদের মুখগুলো ভাল করে দেখার চেষ্টায় থাকতে হবে।

"সেই ভাল, বাংলোয় আলাদা আলাদা ঢোকাই ভাল। একজন কেউ ধরা পড়লে বাকিরা পালাতে পারবে।"

"একটু সাবধান থাকলে ধরা পড়ব বলে তো মনে হয় না। এমনি এমনি আমরা কখনোই ধরা দেব না।"

"হাতিয়ার কি থাকবে?" বুবুল জিজ্ঞেস করলে। "দা বা অন্য কিছু তো সঙ্গে থাকবে, না কি?"

"কখ্খনো না," জোন্টির উত্তর।

"গুল্‌তিও নয়?" বুবুল বেশ দমে গেছে।

"দেখ্, বন্দুক, পিস্তল সঙ্গে রেখেও কোন কাজে আসবে না। আমরা তো চালাতেই জানি না।"

"তা সত্যি," ধানাই সায় দিল। "আমার মতে কিন্তু একটা চাকু অন্তত সঙ্গে রাখা ভাল। সহজেই বওয়া যায়। আর কে জানে! কখন কোন কাজে লাগে।

"চাকু?" বুবুল জিজ্ঞেস করল। "কোথেকে পাব? আমাদের কেবল ঐ বাঁকা, ভোঁতা বস্তুগুলিই আছে, সুপুরী কাটার কাজে লাগে।"

"বাঃ! তোদের মনে নেই? পোচাররা আমাদের দু'টো চাকু উপহার দিয়েছিল। ফলা দু'টো কিন্তু ঠাকুমার জিবের মতই

ধারালো।” ধানাই বললে। “ঠিক আছে,” জোন্টি রাজী। “তাও আমাদের কিন্তু সাবধানে নিতে হবে। চাকু আমাদের পকেটে থাকবে না। বরং, চাকু দড়ি দিয়ে বেঁধে গলা থেকে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে রাখব। ওপরে সার্ট পরা থাকবে। ব্যাস্, বোঝাই যাবে না। আমরা যদি ধরাও পড়ে যাই তো পকেট হাতড়েও ওরা চাকু খুঁজে বের করতে পারবে না।”

“সাবধান! সাবধান!” ধানাই মুখ ভেংচে বলল, “তুই তো নিজেই বল্‌লি, ধরা পড়ার কোন কথাই নেই। তবুও তুই যত সাবধানতার ওপর জোর দিচ্ছিস্!”

“দেখ, অঘটনও তো ঘটে। আর পরিকল্পনা দেয় ঘুলিয়ে। আমাদের প্রস্তুত থাকতেই হবে। বুবুল আর তুই সঙ্গে চাকু রাখবি। পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজলেই আমরা রওনা দেব ....”

## ফাঁদে পড়লো

স্থানীয় পুলিশ চৌকীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল। ছেলে তিনটিও বাড়ী থেকে স্বরুৎ করে বেরিয়ে পড়ল। সারা গাঁ সুখ নিদ্রায় মগ্ন। তার মাঝখান দিয়ে ওরা তিনজন কলাগাছের তলায় এল। মাখনী এখানেই বাঁধা ছিল। এবার ভূতুড়ে বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

উজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাত্রি। খুব দুর্ভাগ্যের কথা! তদন্তের জন্য ওরা নিশ্চয় অন্ধকারই চেয়েছিল। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ভেলা। একবার একবার চাঁদকে ঢেকে ফেলছে। এই অন্ধকারটুকুর সুযোগই ওদের নিতে হবে।

এদিককার রাস্তাঘাট ওদের ভাল করেই জানা। ধানাইর প্রদর্শিত পথ ধরে মাখনী অনায়াসেই এগিয়ে চলেছে। যতদূর সম্ভব চুপিসারে, খুটখাট আওয়াজে কান খাড়া রেখে ছেলেরা চা বাগানে ঢুকল। চায়ের ঝাড়গুলো সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে স্নান করছে। ফড়িং-র দল চারপাশে ঘুরে ঘুরে গুঞ্জন তুলছে। একটা উৎরাই পার হোতেই বাড়ীটা দেখা গেল।

ছোট্ট খালি জায়গার মাঝখানে বিরাট বাড়ীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, অবহেলায় জরাজীর্ণ। ছাতের টালিগুলো ফাঁক হয়ে গিয়ে গর্তের সৃষ্টি করেছে। আর ঐ চিম্‌নীটা অনেকদিন থেকেই মাটীতে পড়ে

রয়েছে। ভূমিকম্পন-প্রবণ জায়গার বাড়ীগুলোর মত এটিও ইটের স্তম্ভের উপর তৈরী। ফলে মাটী থেকে আট দশ ফুট উঁচু থেকেই গৃহতলা শুরু। সামনের গাড়ী বারান্দা বুনো ঘাস-লতায় ঢেকে রয়েছে। ছোট ছোট বাঁশ ঝাড় বেমানান ভাবে এদিকে ওদিকে গজিয়ে উঠেছে।

ছেলেরা বাড়ীটার দিকে তাকাল। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। বাড়ীতে কেউ থাকতো না। তা সত্ত্বেও একটা ঘরে জোরালো আলো জ্বলছে।

জোন্টির ভুরু কুঁচকে গেল। গোলমাল লাগছে যেন! সাত পাঁচ ভাবার সময় আর নেই। হঠাৎ একফালি মেঘ, চাঁদ ঢেকে ফেললো।

মাখনীর পিঠে বসে জোন্টি ফিস্ ফিস্ করে বললে, "জলদি! মেঘটা সরে যাবার আগেই আমাদের বাংলোয় পৌছতে হবে।"

তড়বড় করে নেমেই দৌড়ে বাংলোর দিকে গেল। ছোট ছোট বাঁশ ঝাড়ের পেছনে পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগল। চাপা গলায় জোন্টি নির্দেশ দিলে, কে কোন দিকে যাবে, "ধানাই, তুই সামনের খানিকটা আর ডানদিকে নজর রাখবি। বুবুল, সামনের বাকি আধ্যেক আর বাঁদিকটা তোর। আর আমি যাচ্ছি পেছন দিকে।"

"মওকা পেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবি, সাবধানে কিন্তু। একটা ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গর্দান যাবে। আধ ঘণ্টা পরেই কিন্তু আমরা মাখনীর কাছে ফিরে যাব।"

ছায়ামূর্তির মত জোন্টি পেছন দিকে এগিয়ে চলল। ওর সাবধানী চোখ বাংলোর ভেতরে ঢোকার রাস্তা খুঁজছে। একটা

ঝোপের পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। আর প্রায় মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই মেঘটা সরে যাবে। এইটুকু সময়ের মধ্যে ওকে মাঠ পেরিয়ে বাংলোয় ঢুকতে হবে। পেছন দিকে ভাল করে দেখতেই সিঁড়ি চোখে পড়লো। সিঁড়িটা সোজা চলে গেছে তথাকথিত রান্নাঘরের দিকে। একটুও না ভেবে বিদ্যুৎ গতিতে জোন্টি পেছনের সিঁড়ি বেয়ে তর্‌তর্‌ করে উঠতে লাগল।

আচম্‌কা জোন্টি থেমে গেল। বাংলোটা দেখেই ওর কেমন যেন একটা মনে হচ্ছিল। কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। এবার ওর মনে একটা খট্‌কা লাগল। ঐ আলোটাই! এটা কি ব্যাপার! সবাই জানে এই বাংলোটা পরিত্যক্ত। পোচাররা কী আলো জ্বালিয়ে এতটা বোকামি করবে? বাইরে থেকে যে দেখা যাচ্ছে! এক হোতে পারে, আলো জ্বালিয়ে ওরা বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

সিঁড়ির প্রথম চাতালে পৌঁছতেই এই কথাগুলো জোন্টির মাথায় হঠাৎ এল। ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। একটা অনুভূতিই ওকে ফিরিয়ে দিলে। জোন্টির পথ আটকে বিরাট এক ছায়ামূর্তি ওপরে উঠছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মেঘটা সরে গেল। জোন্টি ওর শত্রুকে প্রত্যক্ষ করলে—বিরাট দেহ, চোখে মুখে বন্য হাসি ছড়িয়ে রয়েছে। ওপর দিকে তাকাতেই দেখল, সিঁড়ির মাথায় আরেকজন বিশাল-কায় লোক। লোকটা নেমে আসছে।

চারিদিকের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে জোন্টির গলা শোনা গেল, "পালা! পালা! এটা ফাঁদ, পালা!" চেঁচাতে চেঁচাতে সিঁড়ির

হ্যাণ্ডেলের ওপর দিয়ে এক লাফে জোন্টি শূন্যে উঠেই উপুড় হয়ে পড়ল মাটীতে। যাইহোক চোট লাগেনি কোথাও। আচম্‌কা লাফিয়ে পড়ায় ওপর-নীচের লোক দু'টো হকচকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

জোন্টি যেখানটায় পড়লো সেখানে আগে থেকেই একটা লোক দাঁড়িয়ে না থাকলে, মুহূর্তের মধ্যে উঠে ও পালিয়ে যেতে পারত। লোকটা হাতের কাছে পাওয়া একটা ভাঙা চেয়ার তুলে সজোরে জোন্টির মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিলে। জোন্টির দেহটা খালি বস্তার মত নেতিয়ে পড়ল।

বাড়ীর বাঁদিকের ড্রেন পাইপ বেয়ে খোলা জানলা দিয়ে বুবুল ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। নড়বড়ে মেঝের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে ওপাশে যাবে এমন সময় এক জোড়া দৃঢ় বাহুপাশে অসহায় ভাবে আটকা পড়লো। জোন্টির সাবধান বাণী কানে আসার আগেই ওর হাত পা বেঁধে মুখের মধ্যে জোর করে কিছু গুঁজে দেওয়া হয়েছে। বেচারী সম্পূর্ণ অসহায়।

ডানদিকে—অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ধানাই সমানে এগিয়ে চলেছে। ভেতরে ঢোকার রাস্তা এখনও খুঁজে পায়নি। কি করবে ভাবছে এমন সময় মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এসে চারি-দিক আলোকিত করে তুলল। বাড়ীর তলায় একটা ইঁটের থামের আড়ালে ধানাই লুকিয়ে পড়লো। পর মুহূর্ত্তেই জোন্টির চীৎকার কানে এল।

ধানাই নীচে লাফিয়ে পড়ল। একজন দশাসই লোক সেখানটায় পাহারা দিচ্ছিল। একটা কাঠের তক্তার বারি ধানাইর মাথায় মারতে গেল। পলকের মধ্যে ধানাই ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল।

তক্তাটা মাটির ওপর আছড়ে পড়ল। লোকটাও দেহের ভারসাম্য সামলাতে না পেরে দড়াম্ করে পড়লো। উঠে দাঁড়াবার আগেই ধানাই একটা ইঁট তুলে লোকটার মাথায় জোরসে মারলে। দালানের নীচেটা বেশ অন্ধকার। ধানাই আরেকটা ইঁট আনতে যাবে এমন সময় আরেকটা লোক জোরালো টর্চ জ্বাল্‌লে। টর্চের আলো প্রথমেই গিয়ে পড়ল মাটীতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটাতে। তারপর ধানাইর খোঁজে টর্চ এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। টর্চের আলো লক্ষ্য করে প্রাণপণ শক্তিতে ধানাই আরেকটা ইঁট ছুঁড়ে দিলে। মৃদু আর্তনাদ তুলে লোকটা মাটীতে লুটিয়ে পড়ল। ঠন্‌ঠান শব্দে হাতের টর্চ মাটীতে গড়িয়ে পড়ে নিবে গেল। 'আর একটুও দেরী করা চলবে না', নিজের মনেই বিড়্‌বিড়্‌ করতে করতে ধানাই দৌড়তে শুরু করলে।

পেছন থেকে একটা অস্ফুট চীৎকার ভেসে এল। লোকগুলোর কলরব থেকে ধানাই বুঝে নিলে বুবুল আর জোন্টি ধরা পড়েছে। ধানাই পাগলের মত দৌড়ে চলেছে। বাড়ী থেকে বেশ কয়েক'শ গজ দৌড়ে এসে তবে দম নিতে থামল। বুঝতে পারলে পথ হারিয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে বনের সব রাস্তাই সমান।

মাখনীকে খোঁজার মত বিশেষ সময় আর নেই। তাই ধানাই মুখের মধ্যে আঙুল পুরে শিষ্‌ দিল। দারুণ উত্তেজনাতেও ওর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো। কারণ মাত্র কয়েক গজ দূরেই ছায়ার আড়ালে গাছের গুঁড়ির মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল মাখনী। ধানাইর শিষ্‌ কানে আসতেই সে নড়েচড়ে উঠল। ধানাইর কাছে তাড়াতাড়ি চলে এল।
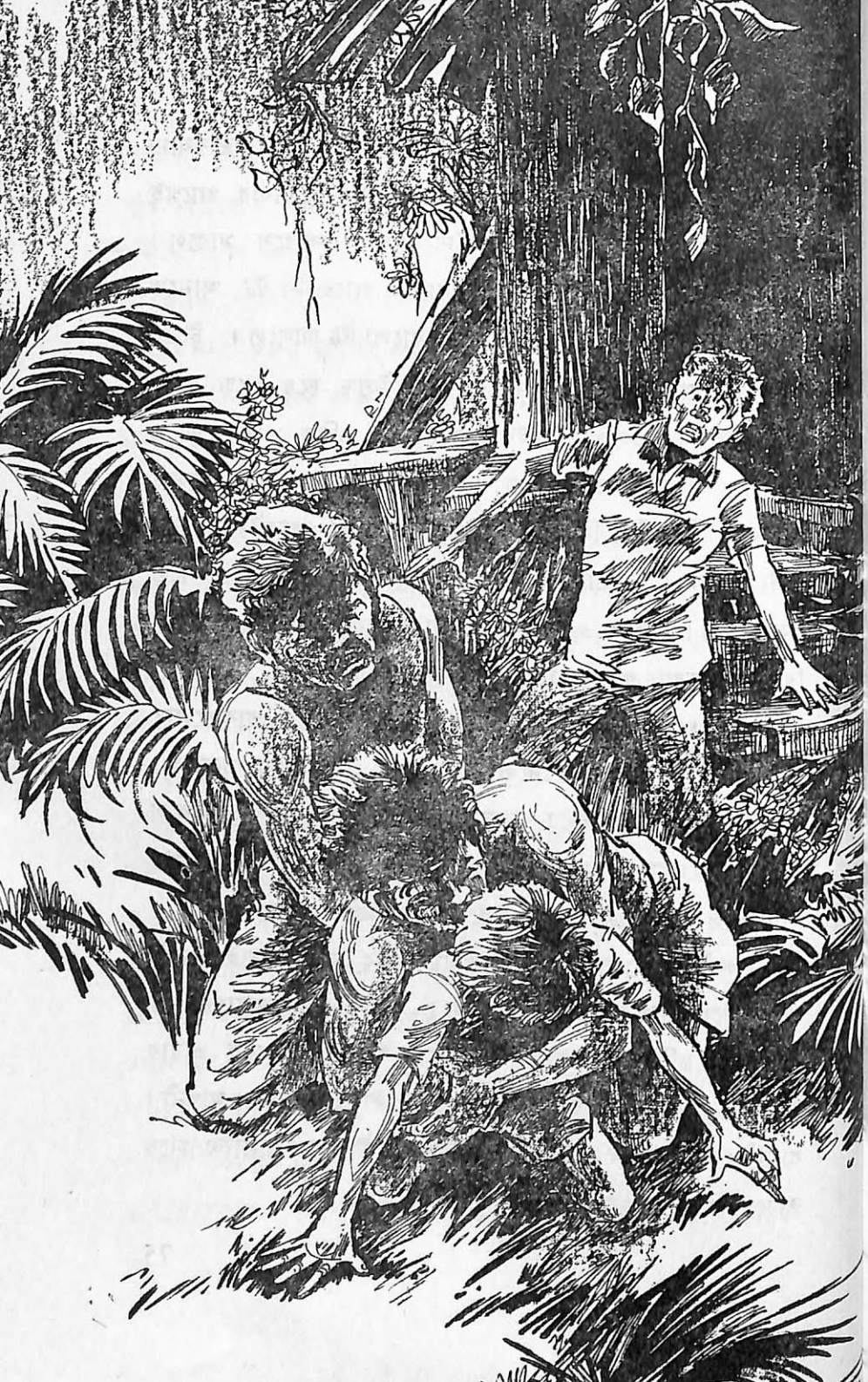
"দৌড়, মাখনী, দৌড়", পিঠে চেপেবসেই হুকুম করলে। হাতীও গাঁয়ের পানে দৌড়তে লাগল।

তিনটে ছেলের একটা পালিয়েছে বুঝতে পেরে পোচারদের আড্ডাখানায় গোলমাল শুরু হোল। দালানের তলা থেকে আহত লোক দু'টোকে টেনে বের করল। একজনের নাক কেটেছে আর অন্যজনের মাথা ফুলে আব। দু'জনেই অজ্ঞান।

"যাচ্ছেতাই কাণ্ড!" ওয়াক্ থুঃ, পোচার দলপতি বিরক্তিভরে বললে। "একটা বাচ্চা ছোঁড়া মারলে!"

"জঙ্গল অধিকর্তা বা গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার আগেই, যেভাবে হোক ছোঁড়াটাকে ধরতে হবে, মুনিয়া!" ফুকান ব্যগ্রভাবে বললে।

"এখানে আসতে কী ওরা কোন যানবাহন ব্যবহার করেছিল?" মুনিয়া জিজ্ঞেস করল। ও-ই এদের দলপতি—গোড়ালিহীন মানুষ।

"আমার তো তাই মনে হয়। ওরা সবসময় হাতীতে চড়েই ঘোরাঘুরি করে।"

"তা'লে আমরা তোমার জীপে করে গেলে ওকে ধরে ফেলব। সবাই জীপে ওঠো। এ চারটেকে পেছনে গুঁজে দে। ছোঁড়াটাকে আগে খুঁজে বের করতেই হবে।"

একটা পোচার ছেলেদের পকেট ফকেট হাতড়ে দেখে নিলে অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে কি না। কিছুই পেল না। তারপর বুবুল, জোন্টি আর দু'জন অজ্ঞান পোচারকে জীপের পেছনে গাদা করা হোল। বাকিরা ঠেসাঠেসি করে বসে গেল। সবশুদ্ধ, ওরা ন'জন।

গাড়ী তীর বেগে গাঁয়ের দিকে চলছে। ধানাই বা তার হাতীর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। গাঁয়ের একটু দূরে তু'জন পোচারকে নামিয়ে দিলে ওরা। "মনে রাখিস্, শুধু ছুরি চালাবি! বন্দুক নয়।" গাড়ী ছাড়ার আগে মুনিয়া ওদের তু'জনকে হুঁশিয়ার করে দিলে। "সারা গাঁকে জাগাবার কোন দরকার নেই। জ্যান্ত ধরার চেষ্টা করে একটুও সময় নষ্ট করিস্ না।"

এবার ওদের গাড়ী মিষ্টার নিয়োগের বাড়ীর দিকে চলতে শুরু করল। কয়েক'শ গজ দূরে আরেকবার থামল। দলপতি সমেত বাকি পোচাররা নেমে পড়ল।

"এদের কোথায় নিয়ে যাবে জান তো?" মুনিয়া ফুকানকে জিজ্ঞেস করল।

"জানি।" ফুকান উত্তর করলে।

"এই গাধা তু'টোকে জলে চুবোবার পর বলবে, ঐ ছোঁড়া-তু'টোকে পাহারা দিতে। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো।"

জীপ ঘুরিয়ে ফুকান এবার স্যাংচুয়ারীর দিকে হাঁকাতে লাগল। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় জীপ লাফিয়ে উঠতেই বুবুল যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। প্রায় মিনিট পনের পর ক্যাঁচ্ করে ব্রেক কষে জীপ থামল। ফুকান নামল। খালি টিন একটা বের করে নিয়ে কাছা-কাছি বিলের দিকে গেল। টিন ভর্ত্তি জল এনে পোচার তু'টোর মুখে ঢেলে দিলে। ওরা হাঁপিয়ে উঠে হুঁ হাঁ করতে লাগল। ওদের জ্ঞান ফিরছে। ঐ পোচার তু'টোর সাহায্যে ফুকান বুবুল আর জোন্টিকে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে ঝোপঝাড়ের ভেতর এনে

ফেললে।

জায়গাটা দেখা মাত্রই বুবুল চিনতে পারলে। এখানটাই পোচারদের আস্তানা ছিল। এই ফন্দিটা কিন্তু দারুণ। গ্রামবাসী বা অধিকর্তাদের সঙ্গে ধানাই যোগাযোগ করতে পারলেও ঠিক এই জায়গায় চট্ করে খুঁজতে আসবে না।

আস্তানার ভেতর নিয়ে গিয়ে ছেলে দু'টোকে এক কোণায় ফেলে দিলে। পোচার দু'জনকে এদের ওপর কড়া নজর রাখার হুকুম দিলে ফুকান।

"পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করবি।" কথাগুলো রুক্ষস্বরে বলে ফুকান গাড়ী-হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

বুবুল, জোন্টির দিকে দেখলে। এই দুর্বিপাক থেকে উদ্ধারের জন্য ও হয়তো কিছু ঠাউরেছে। জোন্টি কিন্তু চোখ বুজে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

## ভয়ঙ্কর রাত্রি

সারাদিনটাই মিসেস্ নিয়োগের ভাবনা চিন্তায় কাটল। বলে কয়ে রাখা সত্ত্বেও স্বামীর কাছ থেকে ফোন না পাওয়ায় সন্ধ্যার দিকে চিন্তা আরো বেড়ে গেল। ফুকান বা ছেলেগুলোর কোন পাত্তাই নেই। রাত্রি প্রায় দশটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠতেই, ছুট্টে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলেন। ওঁনার স্বামীরই ফোন।

"কে ? তুমি।" মিষ্টার নিয়োগ ভাল করে জেনে নিলেন। "ভাই বলছিল, তুমি নাকি বারকয়েক ফোন করে আমার খোঁজ করেছিলে ? রাজধানী থেকে আমি এই ফিরছি, ব্যাপার কি ?"

মিসেস্ নিয়োগ যতটা সম্ভব সংক্ষেপে ঘটনা বলে নিলেন। শেষে বললেন, "ফুকানকে আমি ওদের সঙ্গে যেতে বলে দিয়েছি। মনে হয় ফুকান গেছে। সন্ধ্যেবেলায় ওর বাড়ীতে খোঁজ করে-ছিলুম। তা, ওর চাকরটা বললে, প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে ফুকান বেরিয়ে গেছে। সঙ্গে কিন্তু আর কাউকেই নেয় নি। আর এখনও তো ফিরল না। আমার কিন্তু খুব ভাবনা হচ্ছে।"

"ভাবনার কিছু নেই। ফুকান সঙ্গে আছে, হুট্ করে কিছু একটা করতে দেবে না। কাল সকালেও আমার কিছু কাজ আছে। ফিরতে সন্ধ্যে হবে।"

"না! আজ রাত্তিরেই তোমায় ফিরতে হবে। তুমি হয়তো পাগলামি ভাববে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। সারাদিনই আমার এই ভাবে কেটেছে। তুমি জান, ছেলেগুলোর কিছু হ'লে কোনদিনই তুমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না।"

"কিন্তু—ফুকান···" মিষ্টার নিয়োগ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মিসেস্ নিয়োগ থামিয়ে দিয়ে বললেন, "প্লীজ! একবারটি আমার কথা শোন, আজই রাত্তিরে ফিরে এসো, লক্ষ্মীটি! মোটে তো ঘণ্টা চারেক লাগবে।"

"ঠিক্ আছে," মিষ্টার নিয়োগ অনিচ্ছাভরে বললেন, "এখুনি রওনা দিচ্ছি। বেশী ভাবনা চিন্তা করো না। ওদের কিছুই হবে না।" একটা বিরাট বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেল। মিসেস্ নিয়োগ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মিষ্টার নিয়োগের ফিরতে কিছু সময় লাগবে। মিসেস্ নিয়োগ নিজের খাটটিতে শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

● ● ●

সেদিন রাতের মত এত জোরে মাখনী আর দৌড়য়নি। ধানাই স্থির করেছিল গ্রামে পৌঁছে সবাইকে ডেকে জড় করে উদ্ধার বাহিনী গড়ে তুলবে। নিয়োগমামা তো গৌহাটী থেকে ফেরেন নি। কাজেই ওখানে গিয়ে কোন লাভ নেই।

গ্রামে যাওয়া মনস্থ করলেও ধানাই সোজা পথ ধরল না। এই ঘুরপথে একটু সময় বেশী লাগবে ঠিকই। তবে, ও জানতো সোজা পথ ধরলে পোচাররা হয়তো ওকে ধরে ফেলবে।

ছায়ার চেয়ে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকই ধানাইকে সাহায্য করছে এখন। রাস্তাঘাট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পথে কাউকে দেখা গেল না। গ্রাম আর মাত্র এক ফার্লং। মাখনী এতক্ষণ বেশ জোরেই ছুটছিল। ভয়ে শব্দ করে আচম্‌কা দাঁড়িয়ে পড়ল। মিষ্টি কথায় গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও মাখনী এক পাও নড়ল না।

মাখনীর মতিগতি দেখে ধানাই চারিদিক ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগল। চাঁদের আলোয় কি যেন চক্‌চক্ করছে। পথের ধারের ঝোপঝাড়ের পেছনে লুকিয়ে থাকা পোচার দু'টোকে ধানাই দেখতে পেল। তখুনি মাখনীকে ঘুরে দাঁড়াবার আদেশ দিলে। ঐ সরু রাস্তায় চট্ করে ঘোরা মাখনীর পক্ষে সম্ভব নয়। মূল্যবান সময় কিছুটা নষ্ট হোল। পোচার দু'টো বুঝতে পারলে, ধানাই ওদের দেখে ফেলেছে। কাজেই বেরিয়ে এসে হাতী আর তার চালককে ধাওয়া করে এগিয়ে চলল।

লোক দু'টো ওদের ওপর আরেকটু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর কি! এমন সময় ধানাই চেঁচিয়ে বললে, "দৌড়, মাখনী, দৌড়", বলতে বলতে নিজে মাখনীর পিঠে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

একটা পোচার ধানাইকে লক্ষ্য করে লম্বা ফলাওয়ালা ছুরি সাঁ করে ছুঁড়ে দিলে। ছুরিটা ঠিক মাথার এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেল। বসে থাকলে ঠিক বিঁধে যেত। দ্বিতীয় লোকটা কিছুটা নীচুর দিকে ছুরি ছুঁড়ে দিলে।

তীক্ষ্ণ টুপ শব্দ ধানাইর কানে এল। সেই সঙ্গে হাতীর গোঙানি। ছুরিটা মাখনীর গায়ে বিঁধে গেছে। মাখনী ওদের বেশখানিকটা পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে অনুসরণকারীরা ধরার
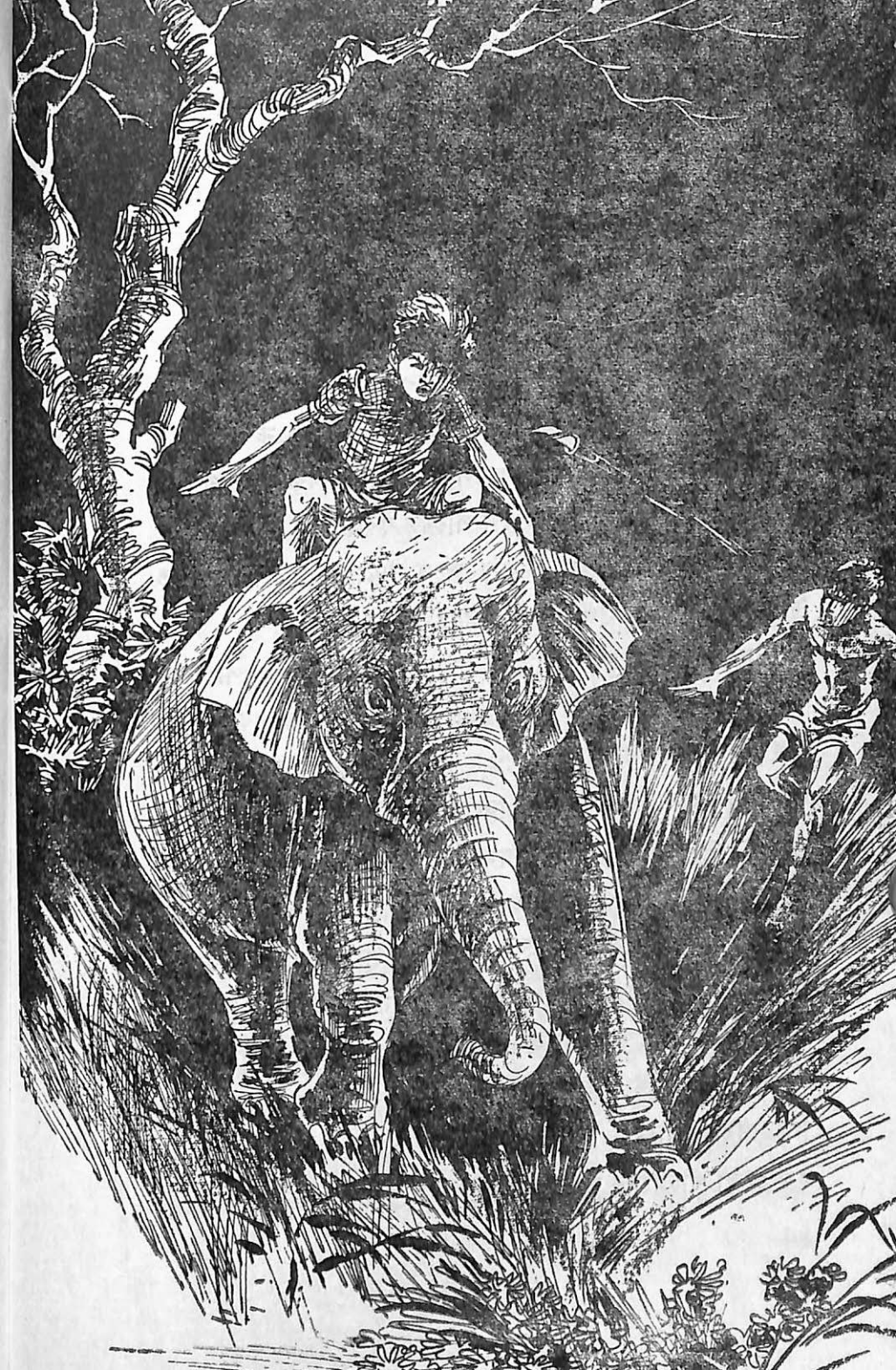
হাল ছেড়ে দিলে। ধানাই জানতো পোচারদের বন্দুক আছে। ভগবানের কৃপায় ওরা বন্দুক চালায়নি যা'হোক! গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে এসে ধানাই মাখনীকে থামালে। ছুরিটা টেনে বের করে নিলে। পরিষ্কার গভীর ক্ষত, তবে তেমন কিছু রক্ত ঝরছিল না।

ধানাই থেমে পড়ল। শেকড় বাকড় হাতড়ে কচু খুঁজতে লাগল। বড় সড় একটা কচু ঝাড় খুঁজে পেল। প্রথমে কচুটাকে ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটল। তারপর পাথর দিয়ে থেঁতো করতে করতে নরম ময়দার তালে পরিণত করল। রক্ত বন্ধ করার জন্যে মাখনীর ক্ষতের ওপর ওটা লেপে দিল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ক্ষত চেপে ধরে পিঠে উঠে, চলতে বললে।

ধানাইর গা ছম্‌ছম্‌ করছে। গাঁয়ে ঢোকার মুখে পোচাররা পাহারা দিচ্ছে। কাজেই গ্রামবাসীর সঙ্গে ওর সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন। বন্ধুরা পোচারদের খপ্পরে। তারা বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাও ধানাই জানে না। নিয়োগমামা গৌহাটীতে। নিয়োগ-মামীই শুধু রয়েছে। নিয়োগমামীর বাড়ীর দিকেই মাখনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। ইচ্ছে করেই বড় রাস্তা ধরলে না।

বাড়ী দেখা যেতেই ধানাই সাবধানে এগোতে লাগল। বাড়ীর বেশ খানিকটা দূরে মাখনীকে থামিয়ে চারদিক ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগল। স্বাভাবিকই মনে হোল। বাড়ীর আলো সব নেবান। কাজেই নিয়োগমামা ফিরেছে বলে মনে হয় না। নিয়োগমামা থাকলে চারিদিকে ব্যস্ততা দেখা যেত। নিয়োগমামী হয়তো বা পাঁচজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা

করে দিতে পারেন।

বাড়ী পর্য্যন্ত হেঁটে যাওয়াই ঠিক করলে ধানাই। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। তবুও খুব সাবধানেই এগোতে লাগল। নিয়োগমামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে ভেবে পোচাররা হয়তো এখানেও পাহারা দিচ্ছে। মাখনীকে হাঁটু গেড়ে বসতে বললে।

আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই হাওয়া পালটালো। হাওয়ায় গন্ধ শুঁকে মাখনী ভয়ে শব্দ করে উঠল।

ধানাই আর এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করলে না। মাখনীর অনুভূতিতে ওর দারুণ ভরসা। শত্রুপক্ষের কেউ চোখে না পড়লেও ধানাইর দৃঢ় বিশ্বাস তারা ওর গতিবিধি ঠিকই লক্ষ্য করছে। বিনা দ্বিধায় মাখনীকে ঘুরিয়ে, দৌড়তে বলল। পেছন থেকে জীপ গর্জে উঠল। মাখনীর গতিবেগও দ্রুততর হোল। গাড়ীর হেড লাইটের তীব্র আলো চোখে পড়া মাত্রই মাখনীকে বড় রাস্তা থেকে নামিয়ে নিলে। ঢালু রাস্তা ধরে এক্কেবারে তলায়, ছোটনদীর কাছে এসে থামল।

হেড লাইটের আলোতে দেখা গেল, ওরা নেবে যাচ্ছে। ধানাইর পরিকল্পনা কতকটা আন্দাজ করেই জীপ ঘুরে পায়ে চলার রাস্তা ধরে নীচের ছোট নদীর দিকে এগিয়ে চলল।

ধানাই বুঝে নিলে ধরা পড়তে পারে। তাই আবার পরিকল্পনা পাল্টে মাখনীকে নিয়ে বড় রাস্তাতেই ফিরে এল। পোচাররা নিজেদের ভুল বুঝতে বুঝতেই ধানাই কিছুটা সময় পেয়ে গেল। যদিও জানতো মাখনী দৌড়ে জীপকে হারাতে পারবে না। কিন্তু

অনুসরণকারীদের চোখ এড়াবার জন্যে চেষ্টা তো কিছু করতেই হবে! স্যাংচুয়ারীর মধ্যেই তা সম্ভব। অতএব ধানাই সেইদিকেই এগোতে লাগল।

অবজারভেশন টাওয়ার পেরিয়ে বুনো ঘাসের ভেতর ঢোকার সময় হেড লাইটের আলোয় আবার ওদের দেখা গেল। জীপ গর্জন তুলে এগিয়ে এসে টাওয়ারের কাছে থামল।

একজন পোচার টাওয়ারের ওপর উঠে গেল। এক নজরে বুনো ঘাসের ফাঁকে মাখনীকে যেতে দেখলে। তর্‌তর্‌ করে নীচে নেমে এসে বলে দিলে কোন দিকে গেছে। জীপ আবার গর্জে উঠল পেছু নেবার জন্যে।

ধানাই বেশ বুঝতে পারছে মাখনী ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। এই লুকোচুরি খেলা আর বেশীক্ষণ চলবে না। পেছনে পড়া লোকগুলোকে ঠকাবার আর একটাই মাত্র উপায় আছে। বিপদের ঝুঁকি নেওয়াই ধানাই স্থির করলে। মাখনীকে এবার এমন একটা রাস্তা ধরালে যেটা একেবারে স্যাংচুয়ারীর গভীরে পৌঁছায়। আদর করে পিঠ চাপড়ে উৎসাহের কথা শোনালে। বড় বড় পাতাওয়ালা গাছের ঝুলন্ত ডালপালার তলা দিয়ে যাচ্ছে। ধানাই ফট্‌ করে একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। মাখনী এখন একলাই দৌড়ে চলেছে। অনুধাবনকারীদের এই ভাবে ধানাইর থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছে। অনুধাবনকারীরা যে চলে গেছে সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া অবধি ধানাই অপেক্ষা করে রইল। তারপরে গাছের ডাল থেকে মাটীতে পড়েই প্রাণপণ দৌড়তে লাগল। এবড়ো খেবড়ো পথে পা ফস্‌কে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে লাগল। তবুও ছুটে

চলেছে। বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। ঘেমে নেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে নিয়োগমামীর বাড়ীতে এসে থামল। এতই ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছে বেচারী আর কোন রকম সতর্কতার কথা ভাবতেই পারছে না। টলতে টলতে এসে কম্পাউণ্ডের ভেতরে ঢুকে নিজের শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে কলিং বেলের স্যুইচ্ টিপে রইল।

অস্পষ্ট চোখে দেখল, দরজা খুলে যাচ্ছে মিসেস্ নিয়োগ বাইরে আসতেই আব্ছা চোখে ধানাই তাঁকে চিনতে পারলে।

"নিয়োগমামী, নিয়োগমামী! বুবুল আর জোন্টিকে ওরা ধরে ফেলেছে," হাঁপাতে হাঁপাতে বলেই অজ্ঞান হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়লো।

# স্যাংচুয়ারীতে

ছাতের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ভেতরে এসে চালাঘর আলোকিত করে তুললো। বুবুল আর জোন্টি এখানেই শুয়ে আছে। ছেলে ছু'টো অন্ধকার এক কোণায় পড়ে রয়েছে। দরজার মুখে দু'জন পোচার পাহারা দিচ্ছে। চালাঘর থেকে বেরোবার এটাই একমাত্র পথ।

জোন্টির দোমড়ান দেহটার দিকে পেছন করে অসহায় ভাবে মাটীতে পড়ে রয়েছে বুবুল। হঠাৎ মনে হোল পিঠে কি একটা ফুটছে যেন। কিছুক্ষণের জন্যে সে ঘাবড়ে গেল। পরক্ষণেই মনে আশার সঞ্চার হোল। জোন্টি নিশ্চয় আঙুল দিয়ে ওর পিঠে খোঁচা মারছে।

ওদের হাত ছু'টো পেছন দিকে বাঁধা। দড়ির পাক কব্জিতে ফুটছে। আঙুলগুলো কিন্তু নাড়ানো যাচ্ছে। জোন্টি পেছনের সার্ট তুলে চাকু বের করার চেষ্টা করছে। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কাৎ হয়ে ঘুরে গেল। এবার ওর পেছন বুবুলকে ছুঁয়েছে। আঙুলগুলো চাকু বের করার চেষ্টা করছে। খুব ধীরে ধীরে আঙুল নাড়ছে। রক্ত চলাচল বন্ধর ফলে আঙুলগুলো প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে। অনেক কসরৎ করে বুবুলের প্যাণ্টের ভেতর থেকে সার্টটা টেনে বের করে ফেললে জোন্টি। কোন রকমে চাকুটা

মুঠো করে ধরে বুবুলের পিঠ থেকে বের করলে। চাকুটা, যদিও তখনো বুবুলের গলার দড়ির সঙ্গে বাঁধা। বুবুলের দেহ থেকে যতদূর সম্ভব সরিয়ে নিয়ে এল চাকু। মুঠো করে ধরে বন্ধ লিভারে চাপ দিতেই ক্লিক্ শব্দে ফলাটা খুলে গেল।

ক্লিক্ শব্দের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যে কাঠ হয়ে একটু অপেক্ষা করে রইল। পাহারাদার হু'টো কিন্তু নিজেদের যন্ত্রণা নিয়েই অস্থির। একজনের নাক ভেঙেছে। আর অন্যজনের মাথায় বিরাট কালসিটে।

জোণ্টি হাতল ধরে চাকুর ফলাটা মাটীতে গেঁথে ফেললে। যদিও খুব বেশী জোর দিতে পারলে না। তবুও যা'হোক চাকু সোজা মাটীতে গেঁথে গেল। মাটী থেকে খানিকটা ফলা বেরিয়ে রয়েছে। আঙুল চালিয়ে হাতড়ে দেখলে চাকুর ফলা ঠিক কোনখানটায়। বাঁধা কব্জি হু'টো যতদূর সম্ভব ফাঁক করে আস্তে আস্তে ফলাতে ঘষতে লাগল। দড়ি ফস্‌কে ধারালো ফলাটা বার বার হাতে বিঁধে যেতেই জোণ্টি থেমে যাচ্ছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রয়েছে পাছে মুখ ফস্‌কে যন্ত্রণার আওয়াজ বেরিয়ে আসে। ঘাড় পিঠ কন্‌কন্ করছে। কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। তবুও সে দড়ি ঘষেই চলেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর দড়ি ফট্ করে ছিঁড়ে কব্জি হু'টো খুলে গেল। রক্ত চলাচল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঙুল-গুলো নড়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি নিজের পায়ের বাঁধন কেটে ফেললে। তারপর বুবুলের হাত পায়ের বাঁধন কেটে মুক্ত করে দিলে। একটু ঠেলা মেরে ইশারায় বুঝিয়ে দিলে—এই ভাবেই পড়ে থাক্! বুবুলকে

আড়াল করে জোন্টি ঘুরে দেওয়ালের দিকে মুখ করলে। এই চালাঘরের দেওয়াল নলখাক্ড়ার তৈরী। বুবুলের কাছ থেকে চাকু নিয়ে এবার দেওয়াল কাটতে শুরু করলে।

● ● ●

ওরা স্যাংচুয়ারীর ভেতরেও ধাওয়া করে ছুটে চলছে। ধানাই যে চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে গেছে, বুঝতে পারেনি। পোচারের দল মাখনীর পেছনেই ছুটে চলেছে। মাখনী ক্রমশ ওদের স্যাংচু-য়ারীর গভীরে নিয়ে যাচ্ছে। জীপ ছেড়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করলে শেষ পর্য্যন্ত। মাঝে মাঝে ওরা দেখতে পাচ্ছে, মাখনী ঘাসের ভেতর দিয়ে দৌড়ে চলেছে। লম্বা ঘাসের মধ্যে চলতে চলতে মাখনীর গতি শ্লথ হয়ে আসছিল। আকাশে চাঁদের লুকোচুরি খেলায়, মাহুত বিহীন হাতী যে ছুটে চলেছে, তা ওরা বুঝতে পারে নি। কয়েক ঘণ্টা বাদে দলপতি আর ফুকান পাগলের মত হয়ে উঠল। ধানাইকে ধরা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ফুকান যে এর ভেতর জড়িত তা কেবল ও-ই জানিয়ে দিতে পারে।

মাখনী আর পারছে না। গুমোট রাত্রি, ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে। তবুও ছুটে চলেছে। এবার কিন্তু জল না খেলে আর চলতে পারবে না। একটু থেমে গতি পরিবর্ত্তন করে বিলের ধারে গেল। ফুকান আর তার দল বল দেখল, মাখনী জলে ডুবে সারা গায়ে জল ছেটাচ্ছে। ধানাইকে কোথাও দেখা গেল না। "ধূর্ত শেয়াল! চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েছে," রাগে চীৎকার করে উঠল মুনিয়া।

"আর একটুও সময় নেই। নিয়োগের বাড়ীর দিকেই নিশ্চয় গেছে। ছোঁড়াটা পৌঁছবার আগেই আমাদের পৌঁছতে হবে!"

ফুকান বললে।

দ্রুতপায়ে স্যাংচুয়ারী পেরিয়ে দাঁড়ান জীপের কাছে সবাই এলো। গাড়ীর কাছে পৌছতে বেশ খানিকটা সময় গেল। অবশেষে পৌছে দেখল গাড়ী ষ্টার্ট নিচ্ছে না। পেট্রল নেই। ফুকান, জীপের পাশে ঝোলা ক্যানেস্তারা থেকে ট্যাঙ্কে পেট্রল ঢেলে দিল। ওরা আবার হাঁকিয়ে চলল।

● ● ●

ধানাইকে হঠাৎ ঢুকতে দেখে মিসেস্ নিয়োগ চম্‌কে উঠলেন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বামুন চাকরদের ডাকাডাকি করে তুললেন। তারা এসে অজ্ঞান ছেলেটাকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে খাটে শুইয়ে দিলে। একটা চাকর ধানাইর জামা-কাপড় আলগা করে দিয়ে মাথায় হাতপাখা করতে লাগল। আর বামুন ঠাকুর ওর চোখে মুখে জল ছিটিয়ে, কপালে জলপট্টি দিচ্ছে। আধঘণ্টার মধ্যে ধানাইর জ্ঞান ফিরে এলো।

মিসেস্ নিয়োগকে ঘটনাটা সংক্ষেপে বললে। ফুকানের সঙ্গে পোচারদের যোগাযোগের কথা জানতে পেরে ওঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভয়ে আঁতকে উঠলেন।

"হায়, ভগবান্!" মিসেস্ নিয়োগ ভাবলেন, "ছি, ছি! কি করেছি আমি? সাহায্য করতে গিয়ে একেবারে শয়তানের মুখে ঠেলে দিয়েছি এদের!"

তাড়াতাড়ি দেখে নিলেন ঘরের দরজা জানলার সব ছিট্‌কিনি ভাল করে বন্ধ আছে কিনা! বুঝতে পারলেন, এখনই হোক বা একটু পরেই হোক পোচাররা ধানাইর ফন্দি ধরে ফেলবে। আর

তখনই ওরা এখানে আসবে। লোকগুলো বেপরোয়া। বাড়ীতে একবার ঢুকতে পারলে ওদের আক্রমণ করবে। পোচাররা রাত্তিরেই আসতে পারে, ভাবতে ভাবতে মিসেস্ নিয়োগ শিউরে উঠলেন। ভয় ঝেড়ে ফেলে ধানাইর জন্যে এক কাপ গরম চক্‌লেট-দুধ বানালেন।

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দু'টো বাজল। মিষ্টার নিয়োগ এখুনি ফিরবেন। বন বিভাগের লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন? —না, স্বামীর ফেরা অবধি অপেক্ষা করবেন—মিসেস্ নিয়োগ দ্বিধায় পড়ে গেলেন।

ফুকানের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইতিমধ্যেই এক কেলেঙ্কারী করে
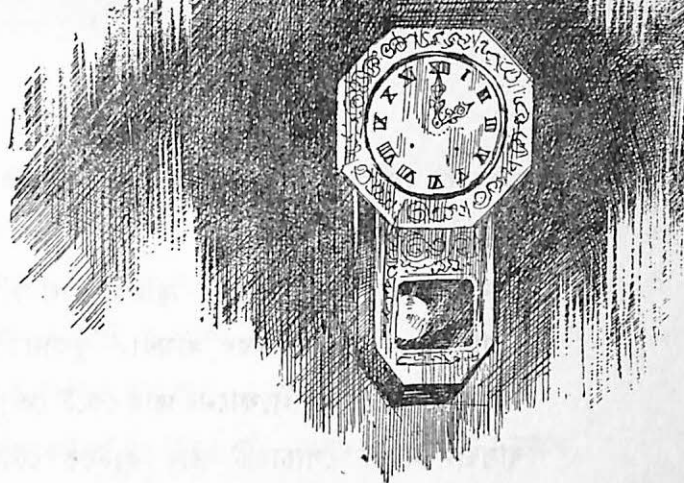
বসে আছেন। প্রতিষ্ঠানে আরো হয়তো বিশ্বাসঘাতক আছে! দ্বিতীয়তঃ, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে, কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে লোক পাঠাতে হবে। কারণ, কারোর তো ফোন নেই। এই সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া মোটেই ঠিক হবে না। যে কোন মুহূর্তে হয় তো পোচাররা এসে পড়বে। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে ঠিক করলেন, মিষ্টার নিয়োগের ফেরা অবধি অপেক্ষা করাই সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

মিষ্টার নিয়োগের বাড়ীর প্রায় ফার্লং খানেক দূরে ফুকান জীপ থামালে। তারপর গাড়ী ঘুরিয়ে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ধরে এগিয়ে ঝোপের আড়ালে গাড়ী রাখলে। "এখান থেকে হেঁটে যাওয়াই ভাল। জীপের আওয়াজ হয়তো ওদের হুঁশিয়ার করে দেবে। ছোঁড়াটা ভেতরে আছে বুঝলে আমরা বাড়ীটা আক্রমণ করব।" কথাগুলো সাগরেদদের বললে।

চোরের মত বাড়ীর দিকে এগোতে লাগল। একটা ঘরে আলো জ্বলছিল। ফুকানের বিশ্বাস ছেলেটা ভেতরেই আছে। "প্রস্তুত হও!" ফুকান বলল, "আমি জোর গলায় বলতে পারি, ছেলেটা ভেতরেই আছে। ভেতরে ঢুকে আমরা কাজ খতম করে দেব।"

চুপিসারে বাড়ীর চারপাশে ঘুরতে লাগল। এই গরমেও সমস্ত দরজা জানলা ছিট্‌কিনি দিয়ে বন্ধ।

"মোকাবিলার জন্যে তৈরী!" মুনিয়া ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলো।

"প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করব আমরা," ফুকান স্থির করলে।

"বাপুরাম যা! টেলিফোনের তার কেটে দে!"

বাপুরাম নামক পোচারটি তার কাটতে টেলিফোন পোলে চড়তে যাবে এমন সময় আচম্‌কা একটা আওয়াজে থমকে দাঁড়াল। দ্রুতগতি গাড়ীর আওয়াজ ক্রমশ বাড়তে লাগল।

এই প্রথম মুনিয়ার মুখে ভয়ের ছাপ দেখলে ফুকান।

"পালাতে হবে!" মুনিয়া বললে, "নিয়োগ ফিরে এলো। চল্‌, আমরা পালাই, জলদি।"

"কিন্তু, ওঁর সঙ্গে তো শুধু ড্রাইভার আছে। আর সম্ভবত উনি নিরস্ত্রও। আক্রমণ করে ওদের হতভম্ভ করে দিই।"

কিন্তু মিষ্টার নিয়োগের এমনই একটা খ্যাতি ছিল, বিশালকায় পোচারও ওঁকে ভয় পেত।

"না, না," মুনিয়া বললে, "এবার আমরা পালাই।"

ফুকান সেই বিশালকায় লোকটার জামা চেপে ধরল। ভয়ে মুখ শুক্‌নো। "ওদের মারতেই হবে, তা না হলে আমার বারটা বেজে যাবে। ছোঁড়াটার সঙ্গে নিয়োগের কথা হলে আমার আর কি থাকবে?" ফুকান কাকুতি জানালে। দলপতি ফুকানকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। কোন জবাব না দিয়ে, বাপুরাম আর সে দৌড়ে ঝোপের আড়ালে ঢুকে গেল। ফুকান কয়েক মুহূর্ত অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে তারপর ওদের পেছনেই ছুটে গেল।

দূর থেকে ওরা দেখলে, জীপ বাড়ীর কম্পাউণ্ডের ভেতরে ঢুকছে। মিষ্টার নিয়োগ গাড়ী থেকে নামলেন। বাড়ীর দরজা খুলে গেল। মিসেস্ নিয়োগ ছুটে বেরিয়ে এলেন।

ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা জীপের কাছে পৌঁছে ফুকান ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

"আমার দফারফা, দফারফা!" ড্রাইভারের সীটে বসতে বসতে নিজের মনেই বিড়্‌বিড়্ করছিল ফুকান।

"ফুকান, একটা কথা তুমি ভুলে গেছ," মুনিয়া বললে। দলপতির গলায় ধম্‌কানির সুর শুনে ফুকান ওর দিকে তাকাল। "হ্যাঁ," পোচার দলপতি বলে চলল, "একটা কথা ভুলে গেছ। ছেলেটা তোমায় চেনে, আমাদের নয়। আমরা যে এ ব্যাপারে জড়িত তা একমাত্র তুমিই জান। কাজেই তোমায় যদি ওরা জ্যান্ত পায় তো আমরা গেছি। কারণ তুমি নিজের সঙ্গে আমাদেরও জড়াবে। আমরা তা হ'তে দিতে পারি না। পারি কি?"

ফুকান চীৎকার করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরলো না। ফুকান দু'টো হাত তুলে নিজেকে বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে একবার। একটা লম্বা ফলাওয়ালা ছুরি, দলপতি ওর পেটের মধ্যে ঘুষিয়ে দিলে। কাতর আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে সামনের সীটের ওপর আড়াআড়ি ভাবে ফুকানের দেহ এলিয়ে পড়ল। ক্ষত থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটে এসে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

"বাপুরাম চল্!" মুনিয়া ওর সাকরেদকে ইশারায় ডাকাল। "পথে গাঁ থেকে ওদের দু'জনকে তুলে নিয়ে আমরা চালাঘরের আস্তানায় ফিরে যাব।"

## ত্রাণ কার্য

ধানাইর কাছে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা স্তব্ধ হয়ে মিষ্টার নিয়োগ শুনলেন। চোরাগোপ্তা ব্যবসায়ে ফুকানের ভূমিকা জানতে পেরে রাগে দুঃখে মুখখানা থম্‌থম্ করছে। ছেলেরা বোসের কি হাল করেছে জেনে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। বলা শেষ হলে পর উনি কয়েকটা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাজে নামলেন।

জনকয়েক নিজের অধীনস্থ লোক জড় করলেন। কি ভাবে ত্রাণ কার্য শুরু হবে তা তাদের বুঝিয়ে দিলেন। নিজের ডিপার্ট-মেন্টের সব গাড়ীগুলোতে পেট্রল ভরে তৈরী করতে হুকুম দিলেন। গাঁয়ের মোড়লকে খবর পাঠিয়ে বললেন, কিছু গ্রামবাসী জড় করে প্রস্তুত হয়ে থাকতে। যদি কোন দরকারে লাগে। স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে লোক পাঠালেন—সাহায্য চাই, এখুনি আসতে হবে।

ত্রাণদল গড়ে উঠতে উঠতে মিষ্টার নিয়োগ চলে গেলেন বোস বাবুর ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে। ডাক্তার বাবু ভাবলেন ডি. এফ্. ও. হয়তো বোসের জন্য উদ্বিগ্ন। তাই উনি মিষ্টার নিয়োগকে খুব বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেন, বোসবাবু সকালের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবেন। আর পরের দিন অনায়াসেই রওনা দিতে পারবেন।

"খুবই দুর্ভাগ্যের কথা," মিষ্টার নিয়োগ বললেন। ডাক্তারবাবু

তো অবাক্। "অন্তত আরো একটা দিন আপনি ঐ লোকটাকে আটকে রাখুন। মরফিন বা ঐ জাতীয় কিছু কড়া ডোজ্ দিয়ে দিন্, না!"

"কখনো নয়!" ডাক্তারবাবু প্রতিবাদ জানালেন। মিষ্টার নিয়োগ তখন ওঁকে জানালেন, বোস লোকটি একটা আস্ত শয়তান। চোরাই মাল নিয়ে কোনমতেই যেন ভাগতে না পারে। কথাটা যেন পাঁচকান না হয়, ডাক্তারবাবুকে সাবধান করে দিলেন। অসুস্থ বোসের ঘরের সামনে সাদা পোষাকে পাহারাদার মোতায়েন করা হোল।

অফিসে ফিরে এসে মিষ্টার নিয়োগ দেখলেন—ত্রাণদল প্রস্তুত। অধিকাংশ লোকের হাতে অস্ত্র।

তখুনি ওরা সেই ভূতুড়ে বাড়ী, যেখানে পোচারদের সঙ্গে ছেলেদের মোলাকাত হয়েছিল, সেদিকে রওনা হোল। গিয়ে দেখে যা ভেবেছিল তাই, কেউ কোত্থাও নেই। তবে পোচাররা যে এখানে ছিল, তার প্রমাণ চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এখান থেকে তারা যে কোথায় গেছে তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। আশপাশ আর সারা বাড়ী তোলপাড় করেও তেমন কিছু পাওয়া গেল না। "এখানে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই!" মিষ্টার নিয়োগ ওদের বললেন। "এবার আমরা গাঁয়ে যাব। কিন্তু ওখানেও যে আমাদের কেউ বিশেষ সাহায্য করতে পারবে বলে তো মনে হয় না।"

সারা গাঁ তখন রাগে ফুলছে। যমজ ছেলে দু'টার মা, আরো কয়েকজন মেয়েমানুষ কাঁদছে। আর গাঁয়ের মরদরা পোচারদের

হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ত্রাণদল ঢুকতেই সারা গাঁ মিষ্টার নিয়োগকে ঘিরে ফেলে নানান্ প্রশ্ন করতে লাগল।

"আরো খবরাখবর যোগাড় করে আমরা শিগ্গীর ফিরে আসব। ইতিমধ্যে তোমরা নিজেদের চোখকান খোলা রাখ। আশে পাশের গাঁ গুলোকেও সজাগ করে দাও," মিষ্টার নিয়োগ ওদের বললেন।

মনে মনে কিন্তু উনি জানতেন পোচার আর তাদের গোপন আড্ডা খুঁজে বের করতে বেশ কয়েকদিন লেগে যেতে পারে। পথ পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত লুকোবার হাজারো জায়গা রয়েছে। সমস্ত ছাপিয়ে বুবুল আর জোন্টির ভাবনাই ওঁনাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। পোচারগুলো নির্মম। বুবুল আর জোন্টির ভার বইতে না পারলেই হয়তো ওদের মেরেও ফেলতে পারে।

একটা কথা ওঁর একবারেই মনে পড়ে নি। সেটা,—পুলিশ কুকুরের কথা। মনে হওয়া মাত্র বুঝলেন সময় নষ্ট করার মত সময় একটুও নেই কিন্তু। যদি এক পশলা বৃষ্টি হয় তো, ব্যস্। আর কিছুই করার থাকবে না। পোচারদের সমস্ত চিহ্ন ধুয়ে মুছে যাবে। কুকুর কোন গন্ধই পাবে না। এখুনি গৌহাটীতে ফোন করে এক-জোড়া শিক্ষিত কুকুর পাঠাতে বলা উচিত।

"জল্দি," মিষ্টার নিয়োগ ওঁনার ড্রাইভারকে বললেন। "এখুনি বাড়ী ফিরে জরুরী ফোন কল করতে হবে।"

কিন্তু সে ফোন আর করা হোল না।

□

জীপের বাইরের সীটে ফুকান টান টান হয়ে পড়ে আছে।

বুঝতে পারছে, জীবন দীপ নিবে আসছে। মনের মধ্যে নানান্ চিন্তা ভাবনা, নানান্ স্মৃতি জট পাকিয়ে উঠছে। অতীতের মুখগুলো সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলার টুকরো টুকরো ছবিগুলো চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠছে।

জন্তু জানোয়ার ও কতো ভালবাসতো! ছোটবেলাটা ওদের মধ্যেই কেটেছে। মোষ, গরু ছাগলের পাল, দু'টো কুকুর আর সেই বেড়ালটাকে, কত ভালবাসতো। বস্তুত পক্ষে জন্তু জানোয়ার প্রেমই ওকে বনবিভাগের কাজে টেনে এনেছিল।

প্রতিদানে সে-ও জন্তু জানোয়ারদের ভালবাসা পেয়েছিল। তারা কখনো মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। কিন্তু ও নিজেই তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে। স্যাংচুয়ারীর জন্তু জানোয়ারদের নিরাপত্তার ভার আসলে ওরই ওপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু টাকার লোভে সে এই শয়তানগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের কোতল করতে সাহায্য করেছে! আর, এখন তার মাশুল দিচ্ছে, জীপে পড়ে আছে—অসহায়, রক্তাক্ত কলেবর!

ফুকানের মাথা হঠাৎ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মাথায় এখন ওর একটাই চিন্তা। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে। ছেলে দু'টো পোচারের খপ্পরে পড়ে রয়েছে। যে করেই হোক মিষ্টার নিয়োগের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। বদমাস্‌গুলো ছেলেদু'টোকে কোথায় নিয়ে গেছে, তা বলে দিতে হবে।

সমস্ত শক্তি দিয়ে ফুকান উঠে বসতে চেষ্টা করলো। মাংসপেশী এলিয়ে পড়ছে। মাথা ঘুরছে। ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। ইচ্ছাশক্তির জোরে কোন রকমে সীটে উঠে বসলো। আর তারপরই

ষ্টেয়ারিং-এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

ঐ ভাবেই কিছুক্ষণ পড়ে রইল। ষ্টেয়ারিংএ মুখ ঘষতে লাগল। শরীরের শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করতে চেষ্টা করছে। বাঁ হাত দিয়ে গাড়ী ষ্টার্ট করার সুইচ্ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। চাবি হাতে এলো। ঘামে রক্তে আঙুলগুলো পিচ্ছিল হয়ে গেছে। খুব কষ্টে হেডলাইট জ্বালালে। তারপর অতিকষ্টে ধীরে ধীরে নীচু হয়ে মাথাটা ষ্টেয়ারিং-এর ঠিক মাঝখানে আনলে। আবার ঠিক করে উঠে বসতে চেষ্টা করলে। এবার ওর শেষ শক্তিটুকুও হারিয়ে গেছে। আর পারছে না। মাথাটা লক্বক্ করতে করতে ষ্টেয়ারিংএর ওপর হুম্ করে পড়লো। কপালটা গিয়ে ঠেকল হর্নের ওপর। রাত্রির নিস্তব্ধতা ছিন্ন ভিন্ন করে তীক্ষ্ণ জীপের হর্ন বেজে চলল।

□

"ওটা কী ?" মিষ্টার নিয়োগ জিজ্ঞেস করলেন। জীপ ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। ড্রাইভার বোঁ করে গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে পায়ে চলার পথ ধরলে। ফুকানের জীপের কাছে এসে থামল। ওরা দেখল, ফুকানের নিস্তেজ দেহটা ষ্টেয়ারিং আঁকড়ে পড়ে রয়েছে।

"মিষ্টার নিয়োগ লাফিয়ে নেমে ঐ জীপটার কাছে এলেন। রক্ত লক্ষ্য না করেই ফুকানকে তুলে ধরলেন। সযত্নে বাইরে আনলেন। "শিগ্গীরই ডাক্তার আর ষ্ট্রেচার নিয়ে এসো," ড্রাইভারকে বললেন। মিষ্টার নিয়োগ ফুকানকে মাটীতে শুইয়ে দিলেন। নাড়ী টিপে দেখলেন, খুবই ক্ষীণ।

ফুকানের ঠোঁট ফাঁক হচ্ছে। মিষ্টার নিয়োগ ঝুঁকে পড়ে নরম স্বরে বললেন, "ফুকান, কিছু বলবে ?"

"দেরী হয়ে…গেছে…দেরী হয়ে…গেছে," ফুকানের গলা অস্পষ্ট। "আমার জন্যে ভাব্…বেন…না…ছেলেদের দেখুন… সেই চালা…ঘরটায়…" ফুকানের গলা ভেসে গেল।

"কোন চালাঘর, ফুকান ? দোহাই তোমার, কোন চালাঘর, বল !"

"সেই চালাঘরটা…গর্তর কাছেই…আমরা স…বাই… গেসলুম। …মুনিয়ার দলের কাজ…ওরাই আমায় মেরেছে… ছেলে দু'টো…দেরী হয়ে গেল…দেরী হয়ে গেল…" ফুকানের দেহ শক্ত হয়ে আসছে, চোখ দু'টো চক্‌চক্ করছে, প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

## সংগ্রামের মুখে

কোন রকমে দেওয়ালের তলা কেটে ফাঁক করে ফেললে জোন্টি। ছেলে দু'টির চেপেচুপে বেরবার পক্ষে যথেষ্ট বড়। পাহারাদার দু'টো ওদের কাজে ব্যাঘাত করেনি। তারা ধরেই নিয়েছে ছেলে দু'টো যেমন বাঁধা ছিল তেমনই আছে। কাজেই কিছুই করার উপায় নেই। বাইরের দিকে চেয়ে দরজার পাশে বসে নিশ্চিন্ত মনে দু'জনে কথাবার্ত্তা বলছে।

জোন্টি মনে মনে স্থির করলে, এখনই পালাবার চেষ্টা করা উচিত হবে না। ওদের অস্ত্র আছে। ছেলে দু'টো পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করার নির্দেশ দেওয়াই আছে। একেক জনের পক্ষে হামাগুড়ি দিয়ে গর্ত থেকে বেরনো তেমন সহজ নয়। একটা সামান্য ভুল, একটু আওয়াজ—ব্যস্! ওদের পিঠ লক্ষ্য করে হয়তো বন্দুক গর্জে উঠবে। তার চেয়ে বরং কোথাও যদি কোন একটা সোরগোল হয় তো পাহারাদার দু'জন চালাঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এই পোচার দু'টোকে অন্যমনস্ক করার কোন রকম ফন্দিই জোন্টির মাথায় আসছে না।

আরো আধঘণ্টা কেটে গেল। চালাঘরেই পড়ে থাকা ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা, জোন্টি ভাবছিল। পাহারাদার দু'টো ভেতরে থাকাকালীনই হামাগুড়ি দিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়া

ঠিক উচিত হবে কি ? এমনিতেই তো ওরা বিপদের মুখে রয়েছে। জল্পনা কল্পনা করতে করতে অবস্থা হাতের বাইরে চলে গেল।

বাইরে থেকে দ্রুত পদক্ষেপ ভেসে এলো। পাহারাদাররা খাড়া দাঁড়িয়ে উঠল। হাতে রিভলভার। এ তো মুনিয়া আর সেই পোচার তিনটে। মাথা নীচু করে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে ধপ্ করে মাটীতে বসে পড়ল। "সব শেষ!" মুনিয়া দম নিয়ে বলতে লাগল, "নিয়োগ ফিরে এসেছেন। আর সেই ছেলেটা খুব সম্ভব ওঁরই বাড়ীতে। বরাত জোরে ছেলেটা আমাদের চেনে না। তবে ফুকানকে আমি খতম করে দিয়ে এসেছি। একমাত্র ওই-ই আমাদের ধরিয়ে দিতে পারতো। ওখানে নিশ্চয় ওরা খুব সোরগোল বাঁধিয়েছে। আমাদের কিন্তু কেউ-ই সনাক্ত করতে পারবে না। আমরা বিপদ মুক্ত। এই, তোরা দু'টো বাইরে গিয়ে পাহারা দে।" "আমরা এবার কি করব মুনিয়া?" একজন পোচার প্রশ্ন করলে।

"আপদ বিপদ পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের এখানেই চুপচাপ থাকতে হবে। আমাদের খুঁজতে সারা পৃথিবী ওরা তোলপাড় করবে। কিন্তু ওরা তো আর জানে না আমরা কোথায় আছি! সব শান্ত হয়ে গেলে পর আমরা নৌকো করে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে উত্তর দিক পানে গিয়ে গা ঢাকা দেব। ওখানে আমার অনেক ইয়ার দোস্ত আছে, সাহায্য করবে। তিনটে খাঁড়ার টাকা আমার কাছে। এখনই আমরা ভাগাভাগি করে নেব। নতুন কাজ ধরা অবধি এই টাকাতেই আমাদের চলে যাবে।" "এই ছোঁড়া দু'টোর কি করবে? মেরে বিলে ভাসিয়ে দেব?"

"আরে, না, না। আমাদের নিরাপত্তার জন্যই এখন এদের

বাঁচিয়ে রাখব। একবার কোনরকমে পালিয়ে যাই না, তারপর ও ছ'টোকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দেব।"

"কী দারুণ বুদ্ধি তোমার, মুনিয়া!" বাপুরাম নামক পোচারটি বললে। "তোমার সঙ্গে থেকে আমরা খুশী। তখন একবার আমার মনে হয়েছিল, গেছি আমরা।"

"যা বল বাপুরাম," দলপতি গদগদ স্বরে বলতে লাগল, "তখন একটা বিচ্ছিরি সমস্যায় পড়েছিলুম বটে! তবে হাঁ—মুনিয়া, মুনিয়াই। যে কোন গোলমালের মুখ থেকে তোমাদের সে ঠিকই ফিরিয়ে আনবে। আমার দলে থাকলে কখনো পস্তাতে হবে না।"

"টাকার কি হোল?" আরেকজন পোচার বলে বসল। নিজের ভাগের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কালো রংএর একটা ছোট্ট চামড়ার ব্যাগ দেখিয়ে মুনিয়া ওদের আশ্বাস দিয়ে বললে, "এখানেই আছে। এখুনি আমরা ভাগাভাগি শুরু করবো। তার আগে ছেলে ছ'টোর দড়িটড়িগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা, দেখে নে।"

বুবুল আর জোন্টি দম বন্ধ করে পড়ে রইল। একটা পোচার ওদের কাছে এল। পালাবার সুযোগ ছেড়ে দিয়ে জোন্টির এখন ভীষণ আফ্‌সোস্ হচ্ছে। চাকুটা আরো শক্ত করে ধরলে। মারামারি বাঁধলে জোন্টি ওদের উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে।

পোচারটা ঝুঁকে দেখতে যাবে এমন সময় বাইরে বন্দুক গর্জে উঠল। চালাঘরের ভেতরে সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই মুনিয়া রাইফেল হাতে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে গেল। পেছনে পেছনে আর সবাই।

জোন্টি আর সময় নষ্ট করলে না। বুবুলকেও চটপট করতে

বললে। দেওয়ালের ফাঁক থেকে পড়ি কি মরি করে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। দু'জনে ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। বাইরে বন্দুকের আওয়াজ আরো জোরদার হোল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে সাঁ করে বুলেট বেরিয়ে গেল।

"মাথা নীচু কর্!" জোন্টি সাবধান করে দিল। "এখানটা খুবই বিপজ্জনক। একটু নিরাপদ জায়গা দেখি।"

বুক ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে এগিয়ে একটা খানার কাছে পৌছল। প্রথমে, জোন্টি গড়িয়ে খানাটার মধ্যে পড়লো। বুবুলও সঙ্গে সঙ্গে তাই করলো। সুবিধাজনক অবস্থান থেকে ওরা চালাঘর আর আশপাশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

পোচাররা মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে চারিদিকের আলোক শিখা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। এমন সময় একজন পোচার হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল। শরীরটা দুমড়ে পাক খেয়ে স্থির হয়ে গেল। ওর গুলি লেগেছে। আরেকটা আর্তনাদ! এরা বুঝে নিলে ওদের একজন গুলিতে জখম হোল।

গোলাগুলি ছুটছে। ত্রাণদলের অধিপতি চাতুর্য্যপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। বেশী কাছাকাছি না এসে নিজ দলের ক্ষতি কম করার চেষ্টায় ছিলেন। এদিকে পোচারদের গোলা বারুদ ফুরিয়ে আসছে। গোলা বারুদ ফুরোলেই তারা ত্রাণদলের হাতের মুঠোয়ে এসে যাবে।

ত্রাণদলের ফন্দিটা মুনিয়া ধরে ফেললে। চীৎকার করে পোচারদের গুলি ছুঁড়তে বারণ করলে। ত্রাণদল কিছুক্ষণ ধরে গুলি ছুঁড়েই চললো। খানিকবাদে প্রত্যুত্তর নেই বুঝতে পেরে, থামল।

চারিদিকে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এলো। উভয় পক্ষই অপরের পরবর্ত্তী পদক্ষেপের অপেক্ষায় রইল।

"এই সুযোগ," বুবুল ফিস্‌ফিস্ করে বললে। "তাড়াতাড়ি পালাই।" জেন্টি ওকে টান মেরে শুইয়ে দিলে। "এখানেই থাক্!" তড়বড়িয়ে বললে। "ওরা জানে না আমরা পালিয়েছি। এখন ওদের দিকে ছুটে গেলে পোচার ভেবে আমাদের গুলি করবে।"

বিনা প্রতিবাদে বুবুল চুপচাপ শুয়ে রইল। অসহ্য একটানা নিস্তব্ধতা চারিদিকে। ঢাকের শব্দে এই নিস্তব্ধতা হঠাৎ খান্‌খান্ হয়ে গেল। শব্দ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। "বিহুয়া! গাঁয়ের ঢাকী," বুবুল ফিস্‌ফিস করে বললে। "ওর বাজনা শুনলেই বুঝতে পারি।"

সহসা বেজে ওঠা ঢাক আচমকা থেমে গেল। আবার নিস্তব্ধতা। যমজ ভাই দু'টী বুঝতে পারছে এই নিস্তব্ধতা পোচারদের অস্থির করে তুলছে। ওদের দু'জন মাটীতে শুয়ে শুয়েই ছট্‌ফটিয়ে উঠল।

নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে এক কণ্ঠস্বর ভেসে এল। নিয়োগ মামার গলা। পোর্টবল্ মাইক্রফোনের সাহায্যে গলা জোরালো হয়ে উঠেছে।

"শোন তোমরা!" কণ্ঠ গর্জে উঠল। "চারদিক থেকে তোমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। অস্ত্র ফেলে দাও। মাথার ওপর হাত তুলে একে একে এগিয়ে এসো। পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে আমরা এগিয়ে গিয়ে গুলি চালাব।"

প্রত্যুত্তরে মুনিয়া লম্বা অট্টহাস্যে চারিদিক কাঁপিয়ে তুলল! "নিয়োগ!" মুনিয়া গর্জে উঠলো। "ভুলে যেও না, বাচ্ছা দু'টো

আমাদের খপ্পরেই আছে। তোমার লোকেদের হটিয়ে নিয়ে আমাদের নিরাপদ রাস্তা করে দিতে না পারলে এই কচি গলাদু'টো ধড় থেকে নামিয়ে দেব। বিশ্বাস না হয় তো, বাচ্চাদু'টোকে তুলে ধরে দেখাচ্ছি। হা...হা...হা ..."

"বাচ্ছাই বটে!" বুবুল বললে, "বাছাধন এখুনি টেরটি পাবে, বাচ্ছা কে!"

বাপুরাম আর মুনিয়া চালাঘরে ঢুকলো। আর সবাই দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। দু'জনের কেউ-ই বেরিয়ে এলো না।

পাঁচ মিনিট গেল। দশ মিনিট গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পোচারগুলোর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। মুনিয়া যে একটা বিরাট ধাক্কা খেয়েছে, তা যমজ ভাই দু'টী আন্দাজ করে নিয়েছিল। এবার ওরা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলে।

দেওয়ালের যে গর্ত দিয়ে জোন্টিরা বেরিয়ে এসেছিল, সেই গর্ত দিয়ে মুনিয়া বেরলো। চারিদিক দেখে নিয়ে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে বিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ছেলে দু'জন বুঝে নিলে, মুনিয়া বিল সাঁতরে পালাবার মতলব করছে। ওর মতলবের কথা নিয়োগ মামাকে জানাতেই হবে। কিন্তু এরা যে অসহায়। বাকি পোচাররা তখনও চালাঘরের কাছাকাছিই রয়েছে। যমজ ভাইদের দেখতে পেলেই হয়তো ওরা গুলি চালাবে।

বাপুরাম এবার চালাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ফাঁকা জায়গায় এসে রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। দু'টো হাত ওপরে তুলে মিষ্টার নিয়োগ এবং ত্রাণদলের দিকে

এগিয়ে চললো।

অন্যরাও বুঝে নিলে অস্ত্র ফেলে দিতে হবে। আরো চারজন পোচার দাঁড়িয়ে উঠলো, অস্ত্র ফেলে দিল। এগিয়ে চললো। পঞ্চম পোচারটি আর উঠে দাঁড়াতে পারল না। সে মৃত।

চীৎকার করে বুবুল বললে, "নিয়োগ মামা, নিয়োগ মামা, দলপতি ঐখানে। বিল পেরিয়ে পালাবার তালে আছে..."

# আত্মসমর্পণ

ওদিকে সারা গাঁয়ে তখন একটাই চিন্তা—ছেলেগুলোর কি হোল! নারী, পুরুষ এবং সব বাচ্চারা পর্য্যন্ত খবরের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। রাত্রি শেষে আর ধৈর্য্য ধরতে পারল না। স্যাংচুয়ারীর উদ্দেশ্যে রওনা হোল। ত্রাণদলে এরাও এবার যোগ দেবে।

চারিদিকে ছোট ছোট জটলা। সবাইকার চোখ রয়েছে চালাঘরের দিকে। ভাবছেন—মুনিয়ার মতলব কি! এমন সময় বুবুলের গলা কানে এলো।

বিলের দিকে সবাইকার নজর গেল। মুনিয়া অতিকষ্টে জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। নলখাগড়া আর লম্বা ঘাসগুলো মুনিয়াকে আড়াল করে ফেললো। নলখাগড়া আর ঘাসগুলো সহসা ভীষণ কেঁপে উঠলো। মুনিয়াকে আবার দেখা গেল। কিনারায় পৌঁছবার জন্য নলখাগড়া আর কাদামাটীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে চলেছে। শক্ত মাটীতে পৌঁছল বটে, তবে পিচ্ছিল পথে প্রতি পদক্ষেপে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ।

মুনিয়ার অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই হতভম্ব। মুহূর্তের মধ্যে এক বিশালকায় গণ্ডার বিলের অগভীর জল থেকে বেরিয়ে এলো। রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। খানিকটা দূর থেকে জানোয়ারটা দেখল, মুনিয়া ধস্তাধস্তি করছে। প্রাণপণ শক্তিতে

মুনিয়া সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর লাফিয়ে উঠেই "বাঁচাও! বাঁচাও!" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে মিষ্টার নিয়োগ ও তাঁর লোকজনের দিকে দৌড়ে গেল।

পলায়নমান মানুষটার দিকে গণ্ডার একবার তাকালো। তারপর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ তুলে ঘুরে, ছপ্‌ছপ্‌ করতে করতে বিলের ভেতর চলে গেল।